অ-প্রতিবেদনযোগ্য

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে

ফৌজদারী আপিলের এক্তিয়ার

ক্রিমিনাল আপিল নং 875 অফ 2019

(2016 সালের এসএলপি (ক্রিল।) নং 9053 থেকে উদ্ভূত)

বিরলা কর্পোরেশন লিমিটেড..... আপিলকারী

বনাম

অ্যাডভেনজ ইনভেস্টমেন্টস এবং হোল্ডিংস লিমিটেড এবং

অন্যান্য..... উত্তরদাতারা

সঙ্গে

নংক্রিমিনাল আপিল নং 877 অফ 2019

2019 সালের এর(এসএলপি(ক্রিল।) নং 4609 থেকে উদ্ভূত

বিরলা বিল্ডিংস লিমিটেড..... আপিলকারী

বনাম বিরলা কর্পোরেশন লিমিটেড..... উত্তরদাতা

সঙ্গে

ক্রিমিনাল আপিল নং 2019 এর 876

2019 এর (এসএলপি থেকে উদ্ভূত (ক্রিল।) নং 4608 @ডি নং 6122

গভিন্দ প্রমতেরস প্রাইভেট লিমিটেড.....

বনাম

বিরলা কর্পোরেশন লিমিটেড..... উত্তরদাতা

বিচার

আর। বনুমাঠি, জে।

অনুমতি প্রদান করা হল

2. এই আপিলগুলি 2011 সালের সিআরআর নং 323-এ কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত 15.05.2015 তারিখের রায় থেকে উত্থাপিত হয়েছিল এবং যার মাধ্যমে হাইকোর্ট ধারা 379,403 এবং 411 আইপিসির অধীনে দায়ের করা আপিল-তফসিলের 1 থেকে 128 নম্বর ধারা 120-বি আইপিসি কোয়া নথি সহ - কোম্পানির অভিযোগ বাতিল করে দেয় । যাহাহক,তফসিলের 29 থেকে 54 নথি হিসাবে্ , হাইকোর্ট আইন অনুসারে বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিষয়টি বিচারের জন্য নিম্ন আদালতে প্রেরণ করেছিলেন।

3. নং 1 থেকে 28 নম্বর অভিযোগের নথি বাতিল হওয়াতে ক্ষুব্ধ হয়ে আপিল-অভিযোগকারী 2016 সালের আপিল (এসএলপি (ক্রিল।) নং 9053 দায়ের করেছেন। বিষয়টির কুয়া নথি নং 29 থেকে 54 ত্রায়াল কোর্ট এ প্রেরণ করাতে ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তরদাতারা ক্ষুব্ধ হয়ে আপিল করেছেন [2019 সালের এসএলপি (ক্রিল।) ডি নং 6405 এবং এসএলপি (ক্রিল।) ডি নং 6122]।যদিও উত্তরদাতাদের দ্বারা এসএলপিগুলি দায়ের করাতে বিলম্ব হয়, ন্যায়বিচারের স্বার্থে, এসএলপি দাখিল করতে বিলম্বকে ক্ষমা করা হয়।

4. এই আপিলগুলি আপিলকারী-কোম্পানির দায়ের করা ফৌজদারি অভিযোগের মধ্য দিয়ে উত্থাপিত হয়েছে যা মাধব প্রসাদ বিড়লা (এমপিবি) গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত, এখন উত্তরদাতা নং-17 এর নিয়ন্ত্রণাধীন-হর্ষবর্ধন লোধা যিনি রাজেন্দ্র সিং লোধার

পুত্র।অভিযুক্ত অভিযোগের উত্তরদাতা এবং অন্যদের দ্বারা দায়ের করা বহু মামলা-মোকদ্দমার পটভূমি রয়েছে।সংক্ষিপ্ত তথ্য যা এই আপিল দায়ের করতে পরিচালিত করেছিল তা হ 'ল একজন প্রিয়মবদা দেবী বিড়লা (পিডিবি) এবং তাঁর স্বামী মাধব প্রসাদ বিড়লা (এমপিবি) বেশ কয়েকটি কর্পোরেট সত্তার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় ছিলেন যা সম্মিলিতভাবে এমপি বিড়লা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ হিসাবে পরিচিত।তাদের কোনও সন্তান ছিল না।তারা বিশেষত দাতব্য কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বেশ কয়েকটি ট্রাস্ট তৈরি করেছে শিক্ষার প্রয়োজনেপিডিবি 03.07.2004 এ মারা গিয়েছিল এবং এমপিবি তার পূর্বগামী হন ।প্রিয়ম্বদা দেবী বিড়লা (পিডিটি) দ্বারা সম্পাদিত একটি উইল (18। 04.1999) এর বৈধতা নিয়ে বহুদিন ধতেই মামলা চলছে । যা রাজেন্দ্র সিংহ লোধার পুত্র উত্তরদাতা -17 র পক্ষে সম্পাদিত হয়।19. 07. 2004 এ, কলিকাতা হাইকোর্টের সামনে পূর্বনির্ধারিত উইলের প্রবেট অনুদানের জন্য উত্তরদাতা নং-17 এর পিতা রাজেন্দ্র সিং লোধা একটি আবেদন করেছিলেন।প্রবেট পিটিশনকে প্রশাসনের চিঠি দেওয়ার জন্য একটি টেস্টামেন্টারি মামলাতে রূপান্তর করা হয়েছে।কৃষ্ণ কুমার বিড়লা (কেকেবি), বসন্ত কুমার বিড়লা (বিকেবি), গঙ্গা প্রসাদ বিড়লা (জিপিবি) এবং যশোবর্ধন বিড়লা (ওয়াইবি) 18.04.1999 তারিখের উক্ত উইলের প্রবেটের অনুদানের বিরোধিতা করার জন্য caveat দায়ের করেছেন।উচ্চ আদালত বলেছিল যে গঙ্গা প্রসাদ বিড়লার (জিপিবি) একটি caveat দাখিল করতে সক্ষম

এবং তাই তাঁর উক্ত উইলের প্রবেট প্রদানের বিরোধিতা করার অধিকার রয়েছে।উল্লিখিত টেস্টামেন্টারি মামলাটি মুলতুবি রয়েছে।পরবর্তীকালে, কৃষ্ণ কুমার বিড়লা (কেকেবি), কাশী নাথ তপুরিয়া (কেএনটি) এবং প্রদীপ কুমার খাইতান (পিকেকে) 1982 সালের মাধব প্রসাদ বিড়লা (এমপিবি) এবং গঙ্গা প্রসাদ বিড়লা (জিপিবি) এর প্রবেটের অনুদানের জন্য আবেদন করেছিলেন কাশী নাথ তপুরিয়া (কেএনটি) এবং প্রদীপ কুমার খাইতান (পিকেকে) 1982 সালের মাধব প্রসাদ বিড়লার (এমপিবি) উইলের প্রবেটের অনুদানের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছেন এবং উক্ত টেস্টামেন্টারি কার্যক্রমও বিচারাধীন রয়েছে।

5. 1 নং থেকে 5 জন উত্তরদাতা যারা আপিল কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার এবং ট্রাস্ট-বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্ট উত্তরদাতা. 6 নম্বরের প্রতিনিধিত্ব করে, সংস্থা আইন, 1956 এর ধারা 397 এবং 398 এর অধীনে সিপি নং 1/2010 এ একটি কোম্পানির আবেদন করেছিলেন কোম্পানী আইন বোর্ডের (সিএলবি) আগে অভিযোগ করা হয়েছে যে উক্ত কোম্পানির প্রশাসন ও পরিচালনায় থাকা উত্তরদাতা নং-17 দ্বারা নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে।সিএলবির সামনে আবেদনটি নং to থেকে 9 জন উত্তরদাতাদের মাধ্যমে দায়ের করা হয়েছে, যাদের অভিযোগে নং to থেকে 9 পর্যন্ত অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে।

6. 24. 03. 2010 তে, নং 12 থেকে 1 respond জন উত্তরদাতারা 1988 সালে নাগরিক কার্যবিধির ধারা 92 এর অধীনে কলিকাতা হাইকোর্টে (সিএস নং. 73-777/2010এমবিপি এবং পিডিবি পাঁচটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছেন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য এই ট্রাস্টগুলির আওতাভুক্ত এস্টেট ছেড়ে যাওয়ার জন্য পাঁচটি পারস্পরিক এবং পারস্পরিক ট্রাস্ট তৈরি করেছিল। বলা হয় যে এই ট্রাস্টগুলি 18.04.1999 তারিখের কথিত উইলের মাত্র তিন দিন আগে বাতিল করা হয়েছিল।সিএস নং 7373--77/2010-তে উল্লিখিত মামলাগুলিতে, উত্তর নং-12 থেকে 1 16 জন পাঁচটি ট্রাস্ট প্রত্যাহারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এবং জনসাধারণের দাতব্য সম্পত্তির পুনরুদ্ধার এবং সম্পত্তিগুলির জনসাধারণের আস্থা বাধ্যবাধকতা প্রয়োগের জন্য প্রার্থনা করেছে উল্লিখিত পাঁচটি ট্রাস্টে ন্যস্ত।

7. সিপি নং 1/2010 এ কোম্পানির আবেদনটি 10.03.2010 এ সিএলবি (বর্তমানে এনসিএলটি-র সামনে মুলতুবি) এর আগে দায়ের করা হয়েছিল।উক্ত সংস্থার আবেদনে নং 1 থেকে 54 নথিপত্র দাখিল করা হয়েছে।কোম্পানির আবেদনের অগ্রিম অনুলিপি এবং নথিগুলির অনুলিপি আপিলকারী-সংস্থায় সরবরাহ করা হয়েছে।এমপিবি এবং পিডিবি-র তৈরি পাঁচটি ট্রাস্ট বাতিলের বিরুদ্ধে ১২ থেকে ১৬ নম্বর দেওয়ানি মামলায় আবেদনকারী সংস্থার ১ থেকে ৫৪ নম্বর নথি চুরি ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারার সঙ্গে পঠিত ৩৭৯, ৪০৩, ৪১১ ধারার আওতায় ১ থেকে ১৬ নম্বর পর্যন্ত

প্রতিবাদীগন বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করে।আপিলকারীগণ কে শ্রী সমীর গাঙ্গুলী , যে উক্ত আপিল কোম্পানীর ভাইস প্রেসিডেন্ট। অভিযোগে অভিযোগের গুরুতর বিষয়টি হ 'ল যে 1 থেকে 5 নম্বর উত্তরদাতা এবং বিড়লা এজুকেশন ট্রাস্ট উত্তরদাতা -6, 2010 সালের সিপি নং 1-এ কোম্পানী আইন বোর্ডের (সিএলবি) সামনে 54 টি নথির অনুলিপি দায়ের করা হয়েছিল । এ জাতীয় একটি দলিলের অনুলিপি, আপিল কোম্পানির চান্দেরিয়া ইউনিটের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের পাশাপাশি ট্রাস্ট প্রত্যাহারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবং সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ট্রাস্টের অর্পিত সম্পত্তি , দায়ের করা নাগরিক মামলাগুলিতে নং-13 থেকে 1 16 পর্যন্ত উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা আন্তঃসংযোগ সংক্রান্ত আবেদনের পাশাপাশি দায়ের করা হয়েছে।

8. আসুন আমরা দলগুলির অ্যারে বুঝতে পারি।1 থেকে 5 নম্বরের উত্তরদাতাদের প্রত্যেকে হলেন আবেদনকারী সংস্থার শেয়ারহোল্ডার।উত্তরদাতা No. নং-প্রদীপ কুমার খেতান একজন নামী আইনজীবী এবং বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্টের ট্রাস্টি।উত্তরদাতা নং-- অক্ষয় পোদ্দার উত্তরদাতা নং-1-অ্যাডভেন্টজ ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের পরিচালক।উত্তরদাতা নং-8-সন্তোষ কুমার পোদ্দার উত্তরদাতা নং-3-ব্রিটেক্স (ভারত) লিমিটেডের পরিচালক।উত্তরদাতা নং-9-বাল কিশান তোশনিওয়াল উত্তরদাতা নং-2-গোবিন্দ প্রমোটার্স

প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক।উত্তরদাতা নং-10-বিড়লা বিল্ডিংস লিমিটেড বিড়লা বিল্ডিংয়ের সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন যেখানে আপিল সংস্থা অবস্থিত।উত্তরদাতা নং-11-এস। চক্রবর্তী উত্তরদাতা নং 10 এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।12 থেকে 1 16 নম্বরের উত্তরদাতারা হলেন যারা ট্রাস্টগুলি প্রত্যাহার এবং জনসাধারণের দাতব্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলিকাতা হাইকোর্টের সামনে ধারা 92 সিপিসির অধীনে সিএস নং-733-777/2010 মামলা করেছেন।জবাবদিহি নং-17-হর্ষবর্ধন লোধা প্রয়াত রাজেন্দ্র সিং লোধার পুত্র এবং এখন আপিল-কোম্পানির পরিচালক-কাম-চেয়ারম্যান, যার বিরুদ্ধে 2010 সালের সিপি নং 1 দায়ের করা হয়েছে।

9. সংক্ষেপে অভিযোগের অভিযোগগুলি নিম্নরূপঃ -

অভিযোগে অভিযোগের তফসিলে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ চৌত্রিশটি নথির একটি তালিকা রয়েছে।নথি নং 1 হ 'ল নভেম্বর, 2009 সমাপ্ত সময়ের জন্য আপিলকারী সংস্থার চান্দেরিয়া ইউনিটের একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন।আপিলকারী-অভিযোগকারীর মতে, প্রতিবেদনের গোপনীয় প্রকৃতির কথা মাথায় রেখে কেবল ছয়টি অনুলিপি করা হয়েছিল।যার মধ্যে পাঁচটি সেট পৃথকভাবে কোম্পানির কর্মকর্তাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং একটি নিরীক্ষক দ্বারা ধরে রাখা হয়েছিল।উত্তরদাতাদের দ্বারা উত্পাদিত

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি মূল পাঁচটি সেটগুলির একটির অনুলিপি যা একজন বাচরাজ নাহার-নির্বাহী পরিচালক এবং কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল।অভিযোগ করা হয়েছে যে 1 নং থেকে 1 16 জন উত্তরদাতারা আপিলকারীর প্রাঙ্গণ থেকে নং 2 থেকে 28 নথিগুলি চুরি/অপব্যবহার করেছেন এবং নথিগুলি ফটোকপি করার পরে তাদের আবার আপিলের চত্বরে রাখা হয়েছিল।অভিযোগ করা হয় যে আবেদনকারীর প্রাঙ্গণ থেকে নং 29 থেকে 54 নথিগুলি চুরি/অপব্যবহার করা হয়েছে এবং নথিগুলি ফটোকপি করার পরেও সেগুলি আপিলকারীর চত্বরে ফেরত দেওয়া হয়নি এবং মূলগুলি এখনও উত্তরদাতাদের দখলে রয়েছে।অভিযোগ করার আগে অভিযোগকারী-আপিলকারী কীভাবে এই নথিগুলি উত্তরদাতাদের কাছে পৌঁছেছে তা জানতে অভ্যন্তরীণ তদন্ত করেছিলেন।

10. এই নথিগুলি সর্বদা আপিল-বিড়লা বিল্ডিংয়ের নিবন্ধিত অফিসে রাখা হয়েছে।এই নথিগুলিতে অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং এটি কেবল মনোনীত এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য।এই নথিগুলির মধ্যে কোম্পানির কার্যক্রম সম্পর্কিত আন্তঃ-কোম্পানির চিঠিপত্র, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন, চুক্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।আপিলকারী-অভিযোগকারী অভিযোগ করেছেন যে উত্তরদাতা নং 1 থেকে 9 এবং 12 থেকে 1 16 জন উত্তরদাতা নং-10-বিড়লা বিল্ডিংস লিমিটেড এবং উত্তরদাতা নং-11-এস এর সহায়তায়

অননুমোদিতভাবে এবং অবৈধভাবে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং অন্যান্য নথিতে অ্যাক্সেস অর্জন করেছেন। চক্রবর্তী, সিইও যারা সেই বিল্ডিংয়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন যেখানে আপিল-অভিযোগকারীর কার্যালয় অবস্থিত।

11. আপিলকারী আরও প্রতিহত করেছেন যে 29.03.2010 তারিখের চিঠির মাধ্যমে সংস্থাটি তার উকিলের মাধ্যমে অভিযোগের তফসিলটিতে উল্লিখিত নথিগুলি কীভাবে পেয়েছে তা প্রকাশ করার জন্য উত্তরদাতাদের নং 1 থেকে 6 এর অ্যাডভোকেটকে আহ্বান জানিয়েছে।উত্তরদাতারা 30.03.2010 তারিখের জবাব প্রেরণ করেছেন এবং এই জাতীয় তথ্য অনুসন্ধানের জন্য কোম্পানী আইন বোর্ডের (সিএলবি) কোনও প্রক্রিয়া নেই বলে এই ভিত্তিতে উক্ত প্রশ্নের কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে এড়িয়ে গেছেন।আবেদনকারী-সংস্থা 1 17.04.2010 তারিখের একটি চিঠি পাঠিয়েছে নং 12 থেকে 1 16 জন উত্তরদাতাদের কাছে তারা কীভাবে দলিলগুলির দখলে এসেছিল তা ব্যাখ্যা করার জন্য <unk> কিন্তু কোনও উত্তর ছিল না।1 নং থেকে 6 নম্বরের উত্তরদাতাদের দায়ের করা পুনর্বার মধ্যে, তারা আবার ব্যর্থ হয়েছিল এবং/অথবা তারা কীভাবে এই নথিগুলি সংগ্রহ করেছিল তা জানাতে অস্বীকার করেছিল।

12. আপিলকারী অভিযোগ করেছেন যে আপিলকারী সংস্থার সম্মতি ব্যতীত উত্তরদাতারা/আসামিরা অসাধুভাবে নথিগুলি চুরি/অপব্যবহার করেছে এবং এভাবে চুরি ও চুরি করার ষড়যন্ত্র

করেছে।এটিও প্রমাণিত হয় যে উত্তরদাতারা/অভিযুক্তরা চুরি হওয়া সম্পত্তি জেনে এবং একইভাবে চুরি হওয়া সম্পত্তি বলে বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে এবং যেমন ধারা 411 আইপিসির অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। অভিযোগ করা হয় যে উত্তরদাতারা/আসামিরা এইভাবে আপিল কোম্পানির নং 1 থেকে 54 নথিপত্র চুরি করেছে এবং তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য একই রূপান্তর করে তাদের অপব্যবহার করেছে এবং এইভাবে ধারা 379,403 আইপিসির অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। ধারা 120-বি আইপিসি সহ পড়ুন।

13. অভিযোগকারী শ্রী সমীর গাঙ্গুলি 06.10.2010 এ পরীক্ষা করা হয়েছিল।যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন আদালতের স্থানীয় এখতিয়ারের বাইরে বাসিন্দা, তাই বিচার আদালত/ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়টি তদন্তের জন্য 202 ধারা সিআরপিসির অধীনে 08.10.2010 এ স্থির করেছিলেন।পিবি দীনেশ নামে আপিল সংস্থার একজন কর্মচারীকে 08.10.2010 এ পরীক্ষা করা হয়েছিল।অভিযোগের তদন্ত এবং অভিযোগকারী শ্রী সমীর গাঙ্গুলি এবং পিবি দীনেশের বক্তব্য বিবেচনা করে, 08.10.2010 তারিখের বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট আদেশে দেখা গেছে যে ষোল জন উত্তরদাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে এবং উত্তরদাতাদের সমন জারির আদেশ দিয়েছেন ধারা 380,411 এবং 120 বি আইপিসির অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

14. 08. 10. 2010 তারিখের তলব করা আদেশে ক্ষুব্ধ, উত্তরদাতারা ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার জন্য হাইকোর্টে 482 ধারা সিআরপিসির অধীনে আবেদন করেছিলেন।অপরাধের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার পদ্ধতির সম্মতি হিসাবে হাই কোর্ট বলেছিল যে অভিযোগের তদন্ত এবং কোম্পানির প্রতিনিধি শ্রী সমীর গাঙ্গুলি এবং পিবি দীনেশের বক্তব্যের পরে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেকে সন্তুষ্ট করেছিলেন যে পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য এবং ষোল আসামির বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং হাইকোর্ট বলেছিলেন যে পদ্ধতিগত দিক থেকে ম্যাজিস্ট্রেট কোনও ত্রুটি করেননি।উচ্চ আদালত বলেছিল যে যেহেতু নং 1 থেকে 28 নথির মূলগুলি এখনও অভিযোগকারীর হেফাজতে রয়েছে, তাই এই জাতীয় নথিতে থাকা তথ্য কেড়ে নেওয়া '<unk> অস্থাবর সম্পত্তি' <unk> হিসাবে বিবেচনা করা যায় না এবং নথিগুলি অস্থায়ীভাবে অপসারণের জন্য বিবেচনা করা যায় না এতে থাকা বিষয়গুলি নিজেই চুরি বা সম্পত্তির অসাধু অপব্যবহারের পাশাপাশি চুরি হওয়া সম্পত্তি অসাধু প্রাপ্তির অপরাধের বিষয় হতে পারে না।এই অনুসন্ধানে, হাইকোর্ট বলেছিল যে নং 1 থেকে 28 নথির ক্ষেত্রে অভিযোগটি বেঁচে থাকবে না।নং 29 থেকে 54 নথির সাথে সম্পর্কিত হিসাবে, উচ্চ আদালত বলেছে যে এই নথিগুলির মূল অংশগুলি অনুপস্থিত থাকায় অভিযোগটি চুরির অপরাধের উপাদানগুলি প্রকাশ করে।উচ্চ আদালত বলেছিল যে নং 29 থেকে 54 নথির হিসাবে

ইনফোফার সম্পর্কিত, অভিযোগকারী উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন এবং তদনুসারে বিষয়টি বিচার আদালতে প্রেরণ করেন।

15. আপিলকারীর পক্ষে জনাব সি. এ. সুন্দরম জ্যেষ্ঠ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আপিলকারী দু 'জন সাক্ষীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রাক-তলব করে প্রমাণ যুক্ত করে এবং অভিযোগের তদন্ত ও সাক্ষীর জবানবন্দির ভিত্তিতে তার উপর চাপানো প্রাথমিক বোঝা সরিয়ে দেয়। সমীর গাঙ্গুলি এবং পিবি দীনেশ, ম্যাজিস্ট্রেট নিজেকে সন্তুষ্ট করেছিলেন যে আসামির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে এবং হাইকোর্ট যথাযথভাবে বলেছিলেন যে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট অনুসরণ করে পদ্ধতিতে কোনও অনিয়ম হয়নি।বিদ্বান সিনিয়র পরামর্শ দিয়েছিলেন যে নং 1 থেকে 9 জন উত্তরদাতারা কোম্পানী আইন বোর্ডের সামনে নথি তৈরি করেছেন এবং নং 12 থেকে 1 16 জন উত্তরদাতারা নথি নং-1-অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছেন যা অত্যন্ত গোপনীয় নথি এবং এর উত্স প্রকাশ না করে নথিগুলির অভিযোগ/দখল, নথিগুলি অসাধু অপসারণের ক্ষেত্রে প্রথম দিকের মামলাটি তৈরি করা হয়েছে এবং ম্যাজিস্ট্রেট যথাযথভাবে প্রমাণ করেছেন যে উত্তরদাতাদের/অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে এবং ধারা 380,411 এর অধীনে অপরাধের বিষয়টি অবহিত করেছেন এবং 120-বি আইপিসি।

16. আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান সিনিয়র পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ম্যাজিস্ট্রেট যখন এই অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করেছেন, তখন হাইকোর্টের উচিত নয় যে ম্যাজিস্ট্রেট কোয়া ডকুমেন্টস নং 1 থেকে 28 এর মাধ্যমে তলব করা আদেশের জন্য তার মতামত প্রতিস্থাপন করা উচিত।তাঁর জমা দেওয়ার সমর্থনে শ্রীমতীর উপর নির্ভরতা স্থাপন করা হয়েছিল। নাগাওয়া বনাম বীরন্না শিবলিংগাপ্পা **কনজালগি এবং অন্যান্য (1976) 3 এসসিসি 736 এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তের সংখ্যা।এটি জমা** দেওয়া হয়েছিল যে হাইকোর্ট নং 1 থেকে 28 নম্বর ফৌজদারি অভিযোগের কাগজপত্র বাতিল করতে ঠিক ছিল না।

17. উত্তরদাতাদের পছন্দসই আপিলের ক্ষেত্রে তারা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারির আদেশকে সমর্থন করে বলেছিল যে ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টির জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ নেই যাতে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে।এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোম্পানী আইন পিটিশন এবং দেওয়ানি মামলাগুলিতে নথিগুলির অনুলিপি উত্পাদন চুরির পরিমাণ হিসাবে গণ্য হবে না এবং অভিযোগে অভিযোগকারী এবং সাক্ষী পিবি দীনেশের বক্তব্য চুরির উপাদানগুলিকে আকর্ষণ করবে না এবং উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট এবং ম্যাজিস্ট্রেট যান্ত্রিকভাবে প্রক্রিয়া জারি করেছিলেন এবং হাইকোর্টের উচিত এই প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি বাতিল করা উচিত ছিল।

18. 1 থেকে 5 নম্বরের উত্তরদাতাদের পক্ষে, জনাব কপিল সিবাল জ্যেষ্ঠ পরামর্শ জমা দিয়েছিলেন যে অভিযোগের অপরাধের কমিশনের সময় এবং পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দিষ্টকরণের অভাব রয়েছে এবং কে নথি চুরি করেছে এবং কখন এবং কীভাবে একই ছিল সনাক্ত করা হয়েছে।বিদ্বান সিনিয়র আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে অভিযোগের তদন্তগুলি চুরির প্রথম ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করে না এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রাখা উপকরণগুলি অপ্রতুল ছিল এবং উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত ভিত্তি ছিল না এবং হাইকোর্টের উচিত ছিল তা বাতিল করা উচিত পুরোপুরি পুরো প্রক্রিয়া।বিদ্বান সিনিয়র আইনজীবী আরও জমা দিয়েছিলেন যে আবেদনকারী সংস্থার নং-1-অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং অন্যান্য নথি সিএলবি-র কাছে তাদের নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনার মামলা প্রমাণ করার জন্য কোম্পানির আবেদনে উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা হয়েছে, যা কখনই চুরির পরিমাণ হতে পারে না।সিনিয়র আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে যখন দলিলগুলি তাদের অধিকার বা প্রতিরক্ষা প্রমাণের জন্য কোম্পানী আইন বোর্ডের সামনে কার্যনির্বাহীতে উপস্থাপন করা হয়, তখন আপিলকারী দ্বারা দায়ের করা ফৌজদারি অভিযোগ একটি 'আইনী থাম্ব স্ক্রু' ছাড়া আর কিছুই নয় এবং হাইকোর্ট যথাযথভাবে বাতিল করে দেয় ফৌজদারি কার্যকারিতা নং 1 থেকে 28 নথি।এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনের প্রয়োগ ছিল না বা মনের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে

কোনও যুক্তিসঙ্গত আদেশ গৃহীত হয়নি, তাই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পুরো কার্যক্রম বাতিল করা দায়বদ্ধ।

19. জনাব মুকুল রোহাতগী, জবাবদিহি নং 10 এর পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র আইনজীবী এবং জনাব অমিত দেশাই, জবাবদিহি নং-11 এর পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র আইনজীবী শিখলেন যে উত্তরদাতা নং 10 এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সামগ্রিক দায়িত্ব রয়েছে 'বিল্ডিং' যেখানে আপিলকারীর কার্যালয় অবস্থিত এবং অভিযোগকারীর মনোনীত কর্মচারীদের হেফাজতে থাকা এই নথিগুলিতে কীভাবে উত্তরদাতাদের নং-10 এবং 11 এর অ্যাক্সেস ছিল সে সম্পর্কে অভিযোগে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই।এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে নং 10 এবং 11 এর উত্তরদাতাদের দ্বারা অপরাধ কমিশন প্রমাণ করার অভিযোগে অভিযোগের অভাবে, উত্তরদাতা নং 10 এবং 11 নিজেই ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ, কেবল একটি কারণ হতে পারে না অনুমানের জন্য যে উত্তরদাতারা নং 10 এবং 11 চুরির জন্য দায়ী।

20. 11 নং উত্তরদাতার পক্ষে, জ্যেষ্ঠ পরামর্শ জমা দিয়েছিলেন যে উত্তরদাতা নং-11 উত্তরদাতা নং-10-কোম্পানির সিইও এবং বিড়লা বিল্ডিংয়ে কোম্পানির বিষয়গুলির সামগ্রিক প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগের অভাবে, উত্তরদাতা নং-11 এর নিছক সরকারী অবস্থান তাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমার ঝুঁকিতে ফেলবে

না।বিদ্বান সিনিয়র পরামর্শ আরও জমা দিয়েছিলেন যে বিকৃত দায়বদ্ধতার মতবাদটি আইনী অনুমানের উপর ভিত্তি করে এবং কাল্পনিক দায়বদ্ধতা তৈরি করে এবং যেহেতু আইপিসির অধীনে অপরাধ সম্পর্কিত ক্ষেত্রে বিকৃত দায়বদ্ধতার মতবাদ (আইনের বিষয় হিসাবে) পাওয়া যায় না, তাই অভিযোগকারী কোনও ফৌজদারি মামলায় উত্তরদাতা নং-11 এর বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও আইন বা মেনসিরিয়ার আইনী অনুমানের উপর নির্ভর করুন।

21. 13 থেকে 1 16 নম্বরের উত্তরদাতাদের পক্ষে, জনাব রনজিৎ কুমার এবং জনাব দেবল ব্যানার্জি, জ্যেষ্ঠ পরামর্শ জমা দিয়েছিলেন যে ট্রায়াল কোর্ট রেকর্ডে থাকা উপকরণ এবং অভিযোগের তদন্ত এবং সাক্ষীদের বক্তব্যের বিষয়ে তার মন প্রয়োগ করেনি। প্রাইম ফেইস কেস করবেন না এবং ম্যাজিস্ট্রেট যান্ত্রিকভাবে নং-12 থেকে 1 16 জন উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করবেন না।এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে বিচারিক কার্যক্রমে নথি দায়ের করা কখনই '<unk> চুরি' <unk> বা '<unk> অসাধু অপব্যবহার' <unk> হিসাবে অভিহিত করা যায় না যাতে ধারা 120-বি আইপিসির সাথে পড়া 380 এবং 411 আইপিসির উপাদানগুলি আকর্ষণ করতে পারে।

22. অন্যান্য উত্তরদাতাদের যুক্তির পুনরাবৃত্তি করে জনাব কেভি বিশ্বনাথন, No নং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র আইনজীবী শিখলেন যে উত্তরদাতা No. নং একজন নামী

আইনজীবী এবং বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি যা আপিলকারী সংস্থার অংশীদার।বিদ্বান সিনিয়র আইনজীবী আরও জমা দিয়েছিলেন যে No নং উত্তরদাতার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের অভাবে, তিনি কেবল বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্টে ট্রাস্টির পদে সজ্জিত হওয়ায় তাকে বিকৃতভাবে দায়বদ্ধ করা যায় না।এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে আপিলকারী দ্বারা দায়ের করা অভিযোগটি উপযুক্ত জুডিশিয়াল ফোরামের আগে বৈধ অধিকারগুলি বায়ুচলাচল থেকে উত্তরদাতাদের বাঁকানো এবং উপকরণের অভাবে, No নং উত্তরদাতার বিরুদ্ধে শুরু হওয়া কার্যক্রম বাতিল করা দায়বদ্ধ।

23. No. নং থেকে 9 জন উত্তরদাতাদের পক্ষে, জনাব সিদ্ধার্থ লুথ্রা জ্যেষ্ঠ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আপিল-অভিযোগকারীর দখলের বাইরে এবং কেবলমাত্র অনুলিপি দখল করার বিষয়ে উল্লিখিত দলিলগুলি কীভাবে চলে গেছে সে সম্পর্কে একেবারেই কোনও প্রতিরোধ নেই। নথিগুলি চুরির পরিমাণ হবে না বা ষড়যন্ত্রের পরিমাণও হবে না।এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে এমনকি ধরে নেওয়াও যে প্রমাণগুলি অবৈধভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল, এটি বন্ধ করা যায় না এবং এটি চুরির পরিমাণ হতে পারে না।

24. আমরা আপিলকারী এবং উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান সিনিয়র পরামর্শের জমা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছি

এবং রেকর্ডে থাকা অনিচ্ছাকৃত রায় এবং উপকরণগুলি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করেছি।

25. এই আপিলগুলি বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়ঃ -

(i) ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অভিযোগের অভিযোগ এবং অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং অন্যান্য উপকরণগুলি উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টিকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য প্রথম দিকের মামলা গঠনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল কিনা?

(ii) ধারা 380,411 এবং 120-বি আইপিসির অধীনে অপরাধগুলি বিবেচনা করার ক্ষেত্রে এবং উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারির আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে মনের প্রয়োগ না করার কারণে বিচ্যুত হয়েছে কিনা তা কি উত্তরদাতারা ঠিক বলেছেন?

(iii) 1 থেকে 28 নং ফৌজদারি কার্যবিধির নথিপত্র বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট সঠিক ছিল কিনা যে নথিগুলিতে থাকা নিছক তথ্যকে 'স্থাবর সম্পত্তি' হিসাবে বিবেচনা করা যায় না এবং চুরি বা প্রাপ্তির অপরাধের বিষয় হতে পারে না সম্পত্তি?

(iv) ট্রাস্টের কাজ প্রত্যাহারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেওয়ানি মামলাগুলিতে তাদের নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনার

মামলা প্রমাণ করার জন্য কোম্পানী আইন বোর্ডের কাছে আবেদনে প্রশ্নবিদ্ধ নথি দাখিল করা কি অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করে ন্যায়সঙ্গত চুরির পরিমাণ হবে?

(v) আপিলকারীদের ভুল ক্ষতি এবং উত্তরদাতাদের অন্যায়ভাবে লাভের কারণ হিসাবে নথিগুলির অসাধু পদক্ষেপ রয়েছে কিনা?

(vi) বিচারিক কার্যক্রমে নথি দায়ের করা চুরির কাজ হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে যাতে নিজের ক্ষতি হয় এবং প্রতিপক্ষকে অন্যায়ভাবে ক্ষতি হয় যাতে ধারা 3 378 আইপিসির উপাদানগুলি আকর্ষণ করতে পারে?

26. **ধারা 200 সিআরপিসির অধীনে দায়ের করা অভিযোগ এবং তদন্ত ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে বিবেচনা করা হয়েছে এবং** প্রক্রিয়া জারিঃ-ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 200 এর অধীনে একজন ব্যক্তির দ্বারা অভিযোগ উপস্থাপনের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযোগকারী এবং পরীক্ষা করতে হবে উপস্থিত সাক্ষী, যদি থাকে।এরপরে, অভিযোগে করা অভিযোগের প্রত্যক্ষদর্শী, অভিযোগকারীর বক্তব্যকে যথাযথভাবে নিশ্চিত করা এবং সাক্ষীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরে ম্যাজিস্ট্রেটকে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে এবং এ জাতীয় সন্তুষ্টির জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ধারা 204 সিআরপিসির

অধীন বিবেচিত প্রক্রিয়া জারির জন্য নির্দেশ দিন। ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্য হ 'ল প্রথম পক্ষের মামলা তৈরি হয়েছে কিনা এবং আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা।

27. এই ধারার অধীনে তদন্তের সুযোগটি কেবলমাত্র ধারা 204 সিআরপিসির অধীনে প্রক্রিয়া জারি করা উচিত কিনা বা অভিযোগটি খারিজ করা উচিত কিনা তা নির্ধারণের জন্য অভিযোগে করা অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথায় অভিযোগের সন্ধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ is অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই বলে এই ভিত্তিতে 203 ধারা সিআরপিসি অবলম্বন করে।সিআরপিসির ধারা 202 এর অধীনে তদন্তের পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট কেবল অভিযোগে করা অভিযোগ বা অভিযোগের প্রতিরোধের সমর্থনে প্রমাণ নিয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য উদ্বিগ্ন যে আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে।

28. ন্যাশনাল ব্যাংক অফ ওমান বনাম বড়কারা আবদুল আজিজ এবং অন্য একটি **(2013) 2 এসসিসি 488-এ,** সুপ্রিম কোর্ট তদন্তের সুযোগটি ব্যাখ্যা করেছে এবং নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ -

> "৯. অভিযোগ প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব বিভাগ ২০২ সিআরপিসিতে নির্ধারিত হয়েছে এবং ফৌজদারি আদালতের তদন্তের আহ্বান জানিয়ে কোনও বিষয় আছে

কিনা তা অনুসন্ধানের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।প্রক্রিয়া জারি করতে হবে কি না তা নির্ধারণের জন্য এই ধারার অধীনে তদন্তের সুযোগটি কেবল সত্য বা অন্যথায় অভিযোগে করা অভিযোগের সন্ধানের জন্য সীমাবদ্ধ।ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে তদন্ত ধারা 156-এ বিবেচিত তদন্ত থেকে পৃথক কারণ ম্যাজিস্ট্রেটকে কেবল তার আরও এগিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র আছে কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।সুতরাং, ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে তদন্তের সুযোগটি অভিযোগে করা অভিযোগের সত্যতা বা মিথ্যা নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধঃ

(i) আদালতে অভিযোগকারীর দ্বারা রাখা উপকরণগুলিতে <unk>

(ii) প্রক্রিয়া ইস্যু করার জন্য প্রথম দিকের মামলা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা সন্ধানের সীমিত উদ্দেশ্যে <unk> এবং

(iii) অভিযোগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে নিখুঁতভাবে প্রশ্নটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অভিযুক্তের যে কোনও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই। '

29. মেহমুদ উল রেহমান বনাম খাজির মোহাম্মদ টুন্ডা এবং অন্যান্য (2015) **12 এসসিসি 420 তে,** ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে তদন্তের সুযোগ এবং প্রক্রিয়া জারির জন্য

ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি বিবেচনা করা হয়েছে এবং নিম্নরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ -

> "2. অধ্যায় XV সিআরপিসি 'ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ' মোকাবেলার জন্য আরও পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে।"ধারা 200 সিআরপিসির অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করে অভিযোগকারী এবং সাক্ষীদের শপথ নেওয়ার পরে পরীক্ষা করবেন, যদি উপস্থিত থাকে এবং এই জাতীয় পরীক্ষার পদার্থটি লিখিতভাবে হ্রাস করা উচিত এবং একই স্বাক্ষরিত হবে অভিযোগকারী, সাক্ষী এবং ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা।ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রয়োজনে নিজেই মামলার তদন্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয় বা 'এগিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র আছে কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে' কোনও উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়।ধারা 200 সিআরপিসির অধীনে রেকর্ড করা বিবৃতি এবং ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে তদন্ত বা তদন্তের ফলাফল বিবেচনা করার পরে, ম্যাজিস্ট্রেটের অভিমত যে, এগিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই, তার পরে অভিযোগটি খারিজ করা উচিত সংক্ষিপ্তভাবে এটি করার কারণগুলি রেকর্ড করা।

3. অধ্যায় XVI সিআরপিসি 'ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রক্রিয়া শুরু' নিয়ে কাজ করে।যদি কোনও অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করে ম্যাজিস্ট্রেটের মতে, এগিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট ভিত্তি থাকে, তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে আসামির উপস্থিতির জন্য ধারা 204 (1) সিআরপিসির অধীনে প্রক্রিয়া জারি করতে হবে। "

30. জ্ঞান গ্রহণের প্রক্রিয়ায় মনের প্রয়োগের বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তার পুনরাবৃত্তি করে, ভূষণ কুমার এবং অন্য একটি বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) এবং অন্য একটি (2012) 5 এসসিসি 424, এটি **নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ** -

"১১. চিফ এনফোর্সমেন্ট অফিসার বনাম ভিডিওকোন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (২০০৮) ২ এসসিসি ৪৯২ (এসসিসি পৃষ্ঠা ৪৯৯, অনুচ্ছেদ ১৯) এ 'জ্ঞান' অভিব্যক্তিটি এই আদালত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল 'এর অর্থ কেবল' সচেতন হওয়া 'এবং যখন কোনও আদালত বা বিচারকের রেফারেন্স সহ ব্যবহৃত হয়, তখন এটি' বিচারিকভাবে নোটিশ নেওয়া 'বোঝায়।"এটি সেই বিষয়টিকে নির্দেশ করে যখন কোনও আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট এই জাতীয় অপরাধের বিষয়ে বিচার শুরু করার লক্ষ্যে কোনও অপরাধের বিচারিক নোটিশ গ্রহণ করেন বলে বলা হয় যে কারও দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। "এটি কার্যধারা শুরু করা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়

<unk> বরং ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক কর্তৃক কার্যধারা শুরুর পূর্ববর্তী শর্ত।জ্ঞান ব্যক্তিদের নয়, মামলা নিয়ে নেওয়া হয়।কোডের 190 অনুচ্ছেদের অধীনে, এটি অভিযোগের তদন্তগুলিতে বিচারিক মনের প্রয়োগ যা জ্ঞান গঠন করে।এই পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে এগিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র আছে কি না এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র আছে কি না।দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে প্রমাণ পর্যাপ্ত কিনা তা কেবল বিচারের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে তদন্তের পর্যায়ে নয়।যদি এগিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র থাকে তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে কোডের ধারা 204 এর অধীনে প্রক্রিয়া জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়। '

31. ধারা 202 সিআরপিসির সংশোধিত উপ-ধারা (1) এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের উপর বাধ্যতামূলক যে তার এখতিয়ারের বাইরে থাকা অভিযুক্তকে তলব করার আগে তিনি নিজেই মামলাটি তদন্ত করবেন বা কোনও পুলিশ অফিসার তদন্তের নির্দেশ দেবেন বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা যেমন তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র আছে কি না তা খুঁজে পাওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করেন।

32. সিআরপিসি (সংশোধন) আইন, 2005 দ্বারা, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টের ধারা 202 সিআরপিসিতে, 23.06.2006 থেকে উপ-ধারা (1) এ, '<unk>... এবং, এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে অভিযুক্ত তার

এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রের বাইরে এমন জায়গায় বসবাস করছেন' <unk>... ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, 2005 এর ধারা 19 দ্বারা সন্নিবেশিত হয়েছিল।আইনসভার মতে, এ জাতীয় সংশোধনী প্রয়োজনীয় ছিল কারণ তাদের হয়রানির জন্য দূরের জায়গায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়।সংশোধনীর উদ্দেশ্য হ 'ল ম্যাজিস্ট্রেটকে তদন্তের বাধ্যতামূলক করে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে দূরের জায়গায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের যাতে হয়রানি না করা হয় তা নিশ্চিত করা।ধারা 19 এর নোটগুলি নিম্নরূপ পড়েঃ -

> "কেবলমাত্র হয়রানির জন্য দূরের জায়গায় বসবাসকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়।নিরীহ ব্যক্তিরা অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানি করা হচ্ছে না তা দেখার জন্য, এই ধারাটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপর বাধ্যতামূলক করার জন্য ধারা 202 এর উপ-ধারা (1) সংশোধন করার চেষ্টা করেছে যে তার এখতিয়ারের বাইরে থাকা অভিযুক্তকে তলব করার আগে তিনি তদন্ত করবেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র আছে কি না তা সন্ধানের জন্য পুলিশ অফিসার বা তিনি উপযুক্ত মনে করেন এমন অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা নিজেই বা সরাসরি তদন্ত করা উচিত। '

33. বিজয় ধনুকা এবং অন্যান্য বনাম নাজিমা মমতাজ এবং অন্যান্য (2014) 14 এসসিসি 638-এ ধারা 202 সিআরপিসি সংশোধনের সুযোগ বিবেচনা **করে, এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত** হয়েছিলঃ -

> "12..... ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তদন্ত বা তদন্ত যেমন বাধ্যতামূলক হতে পারে তেমন '<unk> প্রথম পক্ষ' <unk> অভিব্যক্তিটির ব্যবহার।'হবে' শব্দটি সাধারণত বাধ্যতামূলক তবে কখনও কখনও প্রসঙ্গ বা অভিপ্রায় বিবেচনায় নিয়ে এটি ডিরেক্টরি হতে পারে।সমস্ত পরিস্থিতিতে 'হবে' শব্দের ব্যবহার সিদ্ধান্তমূলক নয়।পূর্বোক্ত নীতিটি মাথায় রেখে, আমরা যখন আইনসভার উদ্দেশ্যটির দিকে নজর রাখি, তখন আমরা দেখতে পাই যে এটি নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা মিথ্যা অভিযোগ থেকে নিরপরাধ ব্যক্তিদের হয়রানি থেকে বিরত রাখা।সুতরাং, আমাদের মতে, 'হবে' অভিব্যক্তিটির ব্যবহার এবং যে পটভূমি এবং উদ্দেশ্যটির জন্য সংশোধনীটি আনা হয়েছে, আমাদের মনে সন্দেহ নেই যে তদন্ত বা তদন্ত যেমন মামলা হতে পারে তার আগে বাধ্যতামূলক ম্যাজিস্ট্রেটের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়।

যেহেতু এই সংশোধনীর লক্ষ্য আদালতের এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের হয়রানি করা থেকে বিরত রাখা, তাই পুনরায় বলা হয়েছিল যে তদন্ত করা বাধ্যতামূলক।এই আদালত অভিজিৎ পাওয়ার বনাম হেমন্ত মধুকর নিম্বলকর এবং অন্য একটি (2017) 3 এসসিসি 528 এবং ন্যাশনাল ব্যাংক অফ ওমান বনাম বরকারা আবদুল আজিজ এবং অন্য একটি (2013) **2 এসসিসি 488-তেও এই** সংশোধনীর পিছনে উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য বিবেচনা করেছিল।

34. অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার সত্যতা এবং তার সাথে প্রযোজ্য আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন।মনের প্রয়োগটি সন্তুষ্টির উপর মন প্রকাশের মাধ্যমে নির্দেশ করতে হবে।অভিযোগের মামলায় আসামিদের সমন জারির জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ থেকে কর্তব্যগুলি বিবেচনা করে এবং মনের প্রয়োগ সম্পর্কে পর্যাপ্ত ইঙ্গিত থাকতে হবে এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে ম্যাজিস্ট্রেট এই বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষেত্রে ডাকঘর হিসাবে কাজ করবেন না। অভিযোগ, মেহমুদ উল রেহমানে, এই আদালত নিম্নরূপে অনুষ্ঠিতঃ -

> "22..... অভিযোগটি খারিজ হয়ে গেলে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 203 সিআরপিসির অধীনে স্পিকার অর্ডার পাস করা দরকার এবং তাও কারণগুলি সংক্ষেপে বলা দরকার।অন্য কথায়, ম্যাজিস্ট্রেট তার সামনে দায়ের

করা প্রতিটি অভিযোগের বিষয়টি বিবেচনা করে ডাকঘর হিসাবে কাজ করবেন না এবং অবশ্যই বিষয়টি হিসাবে প্রক্রিয়া জারি করবেন না।ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে অবশ্যই পর্যাপ্ত ইঙ্গিত থাকতে হবে যে তিনি সন্তুষ্ট যে অভিযোগের অভিযোগগুলি একটি অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং যখন রেকর্ড করা বিবৃতি এবং তদন্তের ফলাফল বা তদন্তের রিপোর্টের সাথে ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে বিবেচনা করা হয়, যদি কোনও, আসামি ফৌজদারি আদালতের সামনে জবাবদিহি করতে পারে, হাজির হওয়ার প্রক্রিয়া জারি করে, ধারা 204 সিআরপিসির অধীনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করার ভিত্তি রয়েছে।সন্তুষ্টির উপর মন প্রকাশের মাধ্যমে মনের প্রয়োগটি সর্বোত্তমভাবে প্রদর্শিত হয়।ম্যাজিস্ট্রেট ধারা 190/204 সিআরপিসির অধীনে হাইকোর্ট, ধারা 482 সিআরপিসির অধীনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যদি এ জাতীয় কোনও ইঙ্গিত না পাওয়া যায়। ফৌজদারি আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রার্থনা করতে বাধ্য।অভিযুক্ত হিসাবে ফৌজদারি আদালতে হাজির হওয়ার আহ্বান জানানো গুরুতর বিষয় যা সমাজে নিজের মর্যাদা, আত্ম-সম্মান এবং ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করে।সুতরাং, ফৌজদারি আদালতের প্রক্রিয়াটিকে হয়রানির অস্ত্র হিসাবে তৈরি করা হবে না। "

35. পেপসি ফুডস লিমিটেড এবং অন্য একটি বনাম বিশেষ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য **(1998) 5 এসসিসি 749-এ,** সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয় এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অবশ্যই অভিযুক্তকে তলব করতে হবে প্রতিফলিত করুন যে তিনি 26 টি মামলা এবং আইন ইস্যুতে পরিচালিত সত্যের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন।প্যারা (28) এ, এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ -

> "28. ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা গুরুতর বিষয়।অবশ্যই ফৌজদারি আইন কার্যকর করা যায় না।এটি নয় যে অভিযোগকারীকে ফৌজদারি আইন কার্যকর করার জন্য অভিযোগে তার অভিযোগকে সমর্থন করার জন্য কেবল দু 'জন সাক্ষী আনতে হবে।অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার সত্যতা এবং তার সাথে প্রযোজ্য আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন।তাকে অভিযোগে করা অভিযোগের প্রকৃতি এবং তার সমর্থনে মৌখিক এবং ডকুমেন্টারি উভয়ই প্রমাণ পরীক্ষা করতে হবে এবং অভিযোগকারীর পক্ষে অভিযুক্তের বাড়িতে চার্জ আনতে সফল হওয়া কি যথেষ্ট হবে?অভিযুক্তকে তলব করার আগে প্রাথমিক প্রমাণ রেকর্ড করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট নীরব দর্শক বলে মনে হয় না।ম্যাজিস্ট্রেটকে রেকর্ডে আনা প্রমাণগুলি

সাবধানতার সাথে যাচাই করতে হবে এবং এমনকি অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের কাছে অভিযোগের সত্যতা জানতে বা অন্যথায় উত্তর দেওয়ার জন্য প্রশ্ন রাখতে পারেন এবং তারপরে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে কোনও অপরাধ সকলের বা কারও দ্বারা সংঘটিত প্রথম অপরাধ কিনা? অভিযুক্তের।

ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা যে নীতিটি একটি গুরুতর বিষয় এবং অবশ্যই কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাটি জিএইচসিএল কর্মচারী স্টক অপশন ট্রাস্ট বনাম ইন্ডিয়া ইনফো-লাইন লিমিটেডে (2013) পুনর্বার করা হয়েছিল।) 4 এসসিসি 505।

36. অভিযুক্ত হিসাবে ফৌজদারি আদালতে তলব করা/হাজির হওয়া সমাজে নিজের মর্যাদা ও খ্যাতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন একটি গুরুতর বিষয়।পুলিশ রিপোর্টের চেয়ে অন্যথায় অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা মামলায় অভিযুক্তকে তলব করার ক্ষেত্রে এ জাতীয় গুরুতর বিষয়টি অবলম্বন করার ক্ষেত্রে, অভিযোগের অভিযোগগুলি অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি গঠন করে কিনা এবং সেখানে রয়েছে কিনা তা নিয়ে মনের প্রয়োগ করতে হবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে।পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক এবং অন্যদের মধ্যে বনাম সুরেন্দ্র প্রসাদ সিনহা 1993 সাপ (1) এসসিসি 499, এটি অনুষ্ঠিত

হয়েছিল যে প্রক্রিয়া জারি করা যান্ত্রিক হওয়া উচিত নয় বা **নিপীড়ন বা অপ্রয়োজনীয় হয়রানির সরঞ্জাম** করা উচিত নয়।

37. অভিযুক্তকে প্রক্রিয়া জারির পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিস্তারিত আদেশ রেকর্ড করার প্রয়োজন হয় না।তবে অভিযোগে করা অভিযোগ বা তার সমর্থনে প্রমাণিত প্রমাণের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে।জগদীশ রাম বনাম রাজস্থান রাজ্য এবং অন্য একটি (2004) 4 এসসিসি 432 এ, এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ -

> "10..... অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করা একচেটিয়াভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের ডোমেনের অন্তর্গত একটি অঞ্চল।এই পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে এগিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র আছে কি না এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র আছে কি না।প্রমাণটি দোষী সাব্যস্ত করার পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা, তা কেবল বিচারের পর্যায়ে নির্ধারণ করা যেতে পারে তদন্তের পর্যায়ে নয়।অভিযুক্তকে প্রক্রিয়া জারি করার পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে কারণ রেকর্ড করার প্রয়োজন হয় না। "

38. মামলার আইনের বিস্তৃত রেফারেন্স পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেবে যে অভিযোগের অভিযোগ এবং অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং অন্যান্য উপকরণগুলি অবশ্যই দেখাতে হবে যে

আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে।উপরোক্ত নীতিগুলির আলোকে, আসুন আমরা বর্তমান মামলাটি বিবেচনা করি যে অভিযোগের অভিযোগ এবং অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অন্যান্য উপকরণগুলি ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টিকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য প্রাইম-ফেসি মামলা গঠনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল কিনা? উত্তরদাতা-অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ভিত্তি এবং অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করে এবং উত্তরদাতাদের প্রক্রিয়া জারি করার ক্ষেত্রে বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনের প্রয়োগ ছিল কিনা।

39. 1 থেকে 5 নম্বরের উত্তরদাতারা আপিল-কোম্পানির সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডার।উত্তরদাতা. 6 নং আইনজীবী এবং বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্টের ট্রাস্টি।উত্তরদাতা. 6 নম্বরের সিএলবির কাছে পিটিশন দাখিল করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। উত্তরদাতা নং 7,8 এবং 9 যথাক্রমে উত্তরদাতা নং 1,3 এবং 2 এর পরিচালক।10. 03. 2010 তে, কোম্পানী পিটিশন সিপি নং 1/2010 কোম্পানী আইন বোর্ডের সামনে কোম্পানির আইন, 1956 এর ধারা 235,237,247,250,397,398,402 এবং 403 এর অধীনে উত্তরদাতাদের নং 1 থেকে 5 যারা নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ এনে আপিলকারী সংস্থার শেয়ারহোল্ডার।মেসার্স বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্ট (উত্তরদাতা নং by দ্বারা উপস্থাপিত) এছাড়াও কোম্পানির আবেদনের অন্যতম আবেদনকারী।কোম্পানির আবেদনের পাশাপাশি, নং-1-এর

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সহ প্রশ্নে থাকা নথিগুলির অনুলিপি অর্থাৎ নং 1 থেকে 54 নথির অনুলিপি দায়ের করা হয়েছিল এবং কোম্পানির আবেদনের অগ্রিম অনুলিপি এবং নথিগুলির অনুলিপি আপিলকারীকে দেওয়া হয়েছিল।

40. 24. 03. 2010 তে, 12 থেকে 1 16 জন উত্তরদাতারা মাধব কর্তৃক নির্মিত পাঁচটি পাবলিক দাতব্য ট্রাস্ট প্রত্যাহারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 2010 সালের সিএস নং 7373-77 being হওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্টের সামনে দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা 92 এর অধীনে পাঁচটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করেছেন। 1988 সালে প্রসাদ বিড়লা (এমপিবি) এবং প্রিয়মবদা দেবী বিড়লা (পিডিবি)।12 থেকে 1 16 নম্বরের উত্তরদাতারা এ কথা জানিয়েছেন যে ট্রাস্টগুলির হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে যা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য উত্সর্গীকৃত ট্রাস্টের হাতে ন্যস্ত।উল্লিখিত মামলাগুলিতে, নং-12 থেকে 1 16 জন উত্তরদাতারা ট্রাস্টগুলি প্রত্যাহারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এবং এমপিবি এবং পিডিবি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি ট্রাস্টের মাধ্যমে জনসাধারণের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছে এবং উল্লিখিত মামলাগুলি মুলতুবি রয়েছে।29. 03. 2010 তে, অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের জন্য প্রার্থনা করে পূর্বোক্ত মামলাগুলিতে পাঁচটি আন্তঃসংযোগ আবেদন করা হয়েছে এবং সেই আবেদনগুলিতে, বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেডের চান্দেরিয়া ইউনিটের নং-1-অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নথির 12 থেকে 1 16 নম্বর সংযুক্ত ফটোকপি।

নভেম্বর, 2009 সমাপ্ত সময়ের জন্য।এর প্রায় সাত মাস পরে, 04.10.2010 তারিখে, আপিলকারী নং-1 থেকে 1 16 এর বিরুদ্ধে ধারা 379,403 এবং 411 এর অধীনে আপিলকারী দ্বারা ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, নথিপত্র চুরি এবং চুরি হওয়া সম্পত্তি প্রাপ্তি এবং অসাধু অপব্যবহারের অভিযোগে ধারা 120-বি আইপিসির সাথে পড়া নথিগুলির।ষোলজন আসামির মধ্যে ছয়জন কর্পোরেট সত্তা এবং বাকিরা প্রাকৃতিক ব্যক্তি।1 থেকে 5 নম্বরের উত্তরদাতারা হলেন শেয়ারহোল্ডাররা যারা 2010 সালের কোম্পানির পিটিশন সিপি নং 1 দায়ের করেছিলেন।12 থেকে 1 16 নম্বরের উত্তরদাতারা হলেন বাদী যারা পাঁচটি ট্রাস্ট প্রত্যাহার এবং জনসাধারণের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছেন।

41. উত্তরদাতা নং 3,6,12 এবং অন্যান্য কিছু উত্তরদাতা হলেন ট্রায়াল কোর্টের স্থানীয় সীমা ছাড়িয়ে বাসিন্দা-দশম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলিকাতাযেহেতু আসামির সংখ্যা বিচার আদালতের স্থানীয় সীমা ছাড়িয়ে বাসিন্দা, তাই ধারা 202 সিআরপিসির সংশোধিত বিধান অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেটের উপর বাধ্যতামূলক যে অভিযুক্তকে তলব করার আগে তিনি মামলাটি তদন্ত করবেন বা তদন্তের নির্দেশ দেবেন কোনও পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তৈরি করা হয়েছে যেহেতু তিনি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত কারণ

রয়েছে কিনা তা খুঁজে পাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত মনে করেন।বর্তমান ক্ষেত্রে, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই এ জাতীয় তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

42. অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে উত্তরদাতারা নং 1 থেকে 54 নথির অননুমোদিত অ্যাক্সেস এবং দখল অর্জন করেছেন।অভিযোগ করা হয় যে আবেদনকারীর প্রাঙ্গণ থেকে নং 1 থেকে 28 নথিগুলি চুরি/অপব্যবহার করা হয়েছে এবং নথিগুলি ফটোকপি করার পরে তাদের আবার প্রাঙ্গনে রাখা হয়েছিল।এখনও পর্যন্ত নং 29 থেকে 54 নথিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে এগুলি চুরি/অপব্যবহার করা হয়েছে এবং ফেরত দেওয়া হয়নি এবং এখনও উত্তরদাতাদের দখলে রয়েছে।অভিযোগ করা হয় যে 1 নং থেকে 1 16 জন উত্তরদাতারা অননুমোদিত অ্যাক্সেস অর্জন করেছিলেন এবং উল্লিখিত নথিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনুশীলন করেছিলেন।আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে 29.03.2010 তারিখের চিঠির মাধ্যমে, উত্তরদাতারা কীভাবে দলিলগুলি পেয়েছেন তা প্রকাশ করার আহ্বান জানানো হলে, 30.03.2010 তারিখের চিঠির মাধ্যমে উত্তরদাতারা কোনও প্রক্রিয়া ছিল না এই ভিত্তিতে প্রশ্নের জবাব দেওয়া থেকে বিরত হন এই জাতীয় তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সিএলবি।

43. অভিযোগে অভিযোগের সারমর্মঃ -

(i) প্রতিক্রিয়াশীল নং-10-সংস্থা অভিযোগকারী এবং অন্যদের অফিস যে ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে।উত্তরদাতা নং-11 হলেন উত্তরদাতা নং 10 এর সিইও ইনচার্জ এবং উত্তরদাতা নং 10 এর প্রতিদিনের প্রশাসনের জন্য দায়বদ্ধ।

(ii) নং 1 থেকে 9 এর উত্তরদাতারা নং 1 থেকে 28 নথির ফটোকপির দখলে রয়েছে এবং নং 29 থেকে 54 নথির মূল দখলে রয়েছে বলে জানা গেছে <unk>

(iii) সিএলবির সামনে কোম্পানির আবেদনে নং 1 থেকে 9 এর উত্তরদাতাদের দ্বারা নং 1 থেকে 24 এর নথির ফটোকপি ব্যবহার এবং তাদের দ্বারা দায়ের করা দেওয়ানী মামলাতে নং 12 থেকে 1 16 এর উত্তরদাতাদের দ্বারা নং 1-অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ব্যবহার <unk>

(iv) নথিগুলি অত্যন্ত গোপনীয় এবং কেবলমাত্র আপিলকারী সংস্থার মনোনীত এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবহার/ব্যবহারের জন্য এবং উত্তরদাতারা নথিগুলিতে অননুমোদিত অ্যাক্সেস অর্জন করেছেন এবং নথিগুলির উপর নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করেছেন <unk> এবং

(v) 29. 03. 2010 তারিখের উত্তরদাতাদের নং 1 থেকে 9 পর্যন্ত নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও নথির অনুলিপিগুলির উত্স ব্যাখ্যা করার অনুমতি এবং 01.04.2010 তারিখের উত্তরদাতাদের নং 12 থেকে 16 পর্যন্ত নোটিশ।

44. চন্দরিয়া ইউনিটের 1 নং নথির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রসঙ্গে অভিযোগ করা হয়েছে যে নং-1 নথির মূলটির একটি অনুলিপি বাছ রাজ নগরে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এটি এখনও তাদের কাছে রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছিল।অভিযোগের নং 2 থেকে 28 নথির প্রসঙ্গে, অভিযোগের প্যারা নং (20) এ অভিযোগ করা হয়েছে যে নথিগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তাদের সচিবদের সাথে তৃতীয় এবং চতুর্থ তলায় প্রাঙ্গণে রাখা হয়েছিল এবং উত্তরদাতারা পেয়েছেন অননুমোদিত অ্যাক্সেস এবং নথিগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল।উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হ 'ল উত্তরদাতা নং 10 এবং 11 বিড়লা বিল্ডিংয়ের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধীনে রয়েছে এবং এর সুরক্ষা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সামগ্রিক দায়িত্ব রয়েছে।অভিযোগ করা হয় যে 10 ও 11 নম্বর উত্তরদাতাদের সাথে সম্মিলিতভাবে উত্তরদাতারা নথিগুলিতে অননুমোদিত অ্যাক্সেস অর্জন করেছেন এবং এভাবে নথিগুলি প্রাঙ্গণ থেকে চুরি হয়ে পরে অপব্যবহার করা হয়েছে।অভিযোগের তদন্তগুলি তার মূল মূল্য হিসাবে গ্রহণ করা এবং সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও ধারা 3 378 আইপিসির অধীনে প্রথম দিকের অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত হয় না।

45. সিপি নং 1/2010 দায়েরের উল্লেখ করার পরে যেখানে নথিগুলির জেরক্স কপিগুলি সংযুক্ত করা হয়েছিল, অভিযোগটি নিম্নরূপ অভিযোগ করেছেঃ -

> "9..... সংস্থাটি জমা দিয়েছে যে উল্লিখিত নথিগুলি অত্যন্ত গোপনীয় অভ্যন্তরীণ রেকর্ড এবং সংস্থা এবং এর কর্মকর্তাদের চিঠিপত্র।এই নথিগুলি সর্বদা উক্ত প্রাঙ্গণে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের ভিতরে রাখা ছিল।এই নথিগুলিতে অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং এটি কেবল মনোনীত এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের অনুধাবন এবং ব্যবহারের জন্য।এই নথি এবং এতে থাকা তথ্য হ 'ল সংস্থার সম্পত্তি যার উপরে কোনও অননুমোদিত ব্যক্তির কোনও অধিকার নেই। "

46. 06. 10. 2010 এ, সহ-রাষ্ট্রপতি (আইনী)-অভিযোগকারী সংস্থার পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, শ্রী সমীর গাঙ্গুলিকে ধারা 200 সিআরপিসির অধীনে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল শ্রী সমীর গাঙ্গুলি বলেছেন যে '<unk> অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন মামলা দায়ের করেছেন বিভিন্ন ফোরামের আগে মামলা।এই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন নথি চুরির গুরুতর অপরাধ করেছে যা আমি আমার অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। "শ্রী সমীর গাঙ্গুলি আরও নিম্নরূপ বলেছেনঃ -

> ".... আমাদের অফিস বিড়লা বিল্ডিং, 9/1, আরএন মুখার্জি 3 য় এবং চতুর্থ তলায় অবস্থিত।অভিযুক্ত নং 10

এর প্রতিটি তলায় রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুরক্ষার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে... "।

"..... ....নথিগুলি আমাদের একটি ইউনিটের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের মতো অত্যন্ত গোপনীয় যা তাদের দখলে থাকার কথা নয়।অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা চুরি হওয়া নথিগুলির ভিত্তিতে পাঁচটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছেন, যা থেকে আমি আশঙ্কা করি যে একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি চুরির মাধ্যমে এই নথিগুলি সংগ্রহ করেছেন..... '<unk>।

47. সহ-রাষ্ট্রপতি (আইনী) এবং সংস্থার প্রতিনিধি হওয়ায় শ্রী সমীর গাঙ্গুলির অভিযোগে করা বিচ্যুতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত জ্ঞান নাও থাকতে পারে এবং তিনি কোনও উত্তরদাতাকে কোনও নির্দিষ্ট ওভারট্যাক্ট দায়ী করেননি।শ্রী সমীর গাঙ্গুলি কেবল অভিযোগ করেছেন যে তিনি গ্রেপ্তার করেছেন যে একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি নথিপত্র সংগ্রহ করেছেন।অভিযোগকারীর বিবৃতিতে অভিযোগগুলি অস্পষ্ট এবং চুরির কমিশন সম্পর্কে উপাদানগুলির বিবরণ নেই।অভিযোগকারী শ্রী সমীর গাঙ্গুলি চুরির কমিশন সম্পর্কে কোনও তথ্য বা বস্তুগত বিবরণকে দায়ী করেননি।

48. প্রতিক্রিয়াশীল নং-10-বিড়লা বিল্ডিংস লিমিটেড বিল্ডিংয়ের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিদিনের বিষয়গুলির জন্য দায়বদ্ধ।উত্তরদাতা নং-11-এস। চক্রবর্তী উত্তরদাতা নং-10-বিড়লা বিল্ডিং লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।অভিযোগে, আবেদনকারী সংস্থার মালিকানাধীন বিল্ডিংয়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ তলায় কীভাবে তাদের অ্যাক্সেস ছিল এবং কীভাবে দলিলগুলি সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা দায়বদ্ধ তা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের নং-10 এবং 11 এর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিরোধ নেই। আপিলকারী দখল।তেমনি, নথিগুলির 'অসাধু অপসারণ' এর কোনও নির্দিষ্ট ওভারট অ্যাক্ট অন্য উত্তরদাতাদের জন্য দায়ী করা হয়নি।উত্তরদাতা নং 10 এবং 11 বিল্ডিংয়ের সুরক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ যে নিছক সত্যই এই অনুমানের দিকে পরিচালিত করতে পারে না যে উত্তরদাতা নং 10 এবং 11 চুরির জন্য দায়ী।

49. এখন পর্যন্ত উত্তরদাতা নং-11 যিনি উত্তরদাতা নং-10-কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি উত্তরদাতা নং-10-কোম্পানির প্রতিদিনের বিষয়গুলির জন্য দায়বদ্ধ এবং অভিযোগকারী দ্ব্যর্থহীন দায়বদ্ধতার মতবাদটি গ্রহণ করেছিলেন।বিদ্বান সিনিয়র আইনজীবী জনাব দেশাই পেশ করেছেন যে উত্তরদাতা নং-11 এর বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য অভিযোগটি অবশ্যই প্রাকৃতিক ব্যক্তির 'সক্রিয় ভূমিকা' প্রদর্শন করতে হবে।রিলায়েন্সকে সুনীল ভারতী মিত্তাল

বনাম কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (2015) 4 এসসিসি 609 এর উপর রাখা হয়েছিল, যার অধীনে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ -

> "43. সুতরাং, যে ব্যক্তি কোনও সংস্থার পক্ষে অপরাধ কমিশন করেছে, তাকে অপরাধী অভিপ্রায় সহ তার সক্রিয় ভূমিকার পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকলে সংস্থার পাশাপাশি অভিযুক্ত করা যেতে পারে...."।

50. 10 ও 11 নম্বরের উত্তরদাতাদের পক্ষে জ্ঞাত জ্যেষ্ঠ পরামর্শের দ্বারা যথাযথভাবে জমা দেওয়া হিসাবে, এটি অকল্পনীয় যে উত্তরদাতা নং-11, উত্তরদাতা নং-10-কোম্পানির সিইও, যদি চুরির অপরাধ করে থাকে তবে সেই পেশায় চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হত।উল্লেখ্য, অভিযোগকারী-আপিলকারী সংস্থাও উত্তরদাতা নং-10-কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার এবং 2012 সালের ডিসেম্বরে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক সময়ে আপিলের পরিচালনা পর্ষদে তার মনোনীত জনাব এসএন প্রসাদ ছিলেন।এটি লক্ষণীয় যে অভিযোগ করা চুরি বা অন্য কোনও ওভারট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে উত্তরদাতা নং-11 এর বিরুদ্ধে কখনও অভিযোগ করা হয়নি।অভিযোগে বিশদ বা প্রাইম-ফেইস মামলার অনুপস্থিতিতে বা উত্তর নং 10 এবং 11 এর বিরুদ্ধে শ্রী সমীর গাঙ্গুলির বক্তব্য, ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি অনুমান করা যায় যে উত্তরদাতা নং 10 এবং 11 বিল্ডিংয়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন।তেমনিভাবে, অন্যান্য উত্তরদাতাদের প্রক্রিয়া জারি করা কেবলমাত্র অনুমানের

ভিত্তিতে যে তারা সিপি নং 1/2010 এ নথিগুলির অনুলিপি দায়ের করেছে এবং ট্রাস্টগুলি প্রত্যাহারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা দেওয়ানি মামলাগুলিতে।

51. 06. 10. 2010 তারিখের তার আদেশে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যবেক্ষণ করেছেন যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন আদালতের স্থানীয় এখতিয়ারের বাইরে বাসিন্দা, তাই বিষয়টি আরও ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে তদন্ত করা দরকার এবং তাই বিষয়টি আরও তদন্তের জন্য স্থির করেছেন 08.10.2010 এ।08. 10. 2010 তে, আপিলকারী সংস্থার কর্মচারী পিবি দীনেশকে পরীক্ষা করা হয়েছিল কে বলেছে যে উত্তরদাতা নং-14-কুমার মঙ্গলম বিড়লা মুম্বাইয়ে আদিত্য বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান <unk> উত্তরদাতা নং-15-সিদ্ধার্থ বিড়লাও সেই সংস্থার একটি অংশ এবং তিনি কলিকাতা আলিপুরে থাকেন <unk> উত্তরদাতা নং-13-রাজেন্দ্র প্রসাদ পানসারি কলিকাতা বাসিন্দা, যিনি এখন বিড়লা গ্রুপে যোগদান করেছেন।সাক্ষী পিবি দীনেশ জানিয়েছেন যে এই উত্তরদাতারা আপিলকারীর হেফাজত থেকে চুরি হওয়া নথি সংগ্রহ করেছেন এবং সেই নথির ভিত্তিতে কোম্পানী আইন বোর্ডের কাছে মামলা করেছেন।

52. অভিযোগের অভিযোগ এবং শ্রী সমীর গাঙ্গুলি এবং পিবি দীনেশের বক্তব্যের ভিত্তিতে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়টি গ্রহণ করেছেন এবং 1 নং থেকে 1 16 নম্বর উত্তরদাতাদের

সমন জারি করার নির্দেশ দিয়েছেন।যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ধারা 19-এর নোট অনুসারে, ধারা 202 সিআরপিসি-র সংশোধনীর পেছনের উদ্দেশ্যটি হ 'ল সুদূর স্থানে বসবাসকারী নিরীহ ব্যক্তিরা যাতে অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করা।সুতরাং সংশোধনীটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপর বাধ্যতামূলক করে যে এখতিয়ারের বাইরে থাকা অভিযুক্তকে তলব করার আগে ম্যাজিস্ট্রেটকে নিজেই মামলাটি তদন্ত করতে হবে বা পুলিশ অফিসার কর্তৃক সরাসরি তদন্ত করতে হবে এবং তার মন প্রয়োগ করতে হবে এবং তার সন্তুষ্টি রেকর্ড করতে হবে কারণ সহ

53. আমাদের আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছিল, পিবি দীনেশ কেবল বলেছিলেন যে উত্তরদাতা নং-14-শ্রী কুমার মঙ্গলম বিড়লা মুম্বাইয়ে আদিত্য বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং উত্তরদাতা নং-15-শ্রী সিদ্ধার্থ বিড়লা কোম্পানির একটি অংশ এবং বসবাস করছেন আলিপুরে।পিবি দীনেশ আরও জানিয়েছেন যে উত্তরদাতা নং-13-রাজেন্দ্র প্রসাদ পানসারি কলিকাতা রয়েছেন এবং তিনি বিড়লা কর্পোরেশনের প্রাক্তন কর্মচারী ছিলেন এবং এখন তিনি বিড়লা গ্রুপে যোগদান করেছেন।পিবি দীনেশ এইভাবে মুম্বাইয়ে উত্তরদাতা নং-14 এর বাসভবন এবং কলিকাতা নং-13 এবং 15 এর উত্তরদাতাদের বাসভবন সম্পর্কে জানিয়েছেন।উত্তরদাতা নং-14 বা এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অন্য কোনও উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই।তেমনি, উত্তরদাতা নং-14 বা

এখতিয়ারের বাইরে বসবাসকারী অন্যান্য উত্তরদাতারা কীভাবে আপিলকারী সংস্থার ভবনে প্রবেশ করেছেন এবং নথিপত্র চুরি করেছেন বা অভিযোগ করা ষড়যন্ত্রের বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ করেননি সে সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই।

54. পিবি দীনেশের বিবৃতিতে, কেবলমাত্র একটি খালি বক্তব্য রয়েছে যে নং-13 থেকে 15 জন উত্তরদাতারা কোম্পানী আইন বোর্ডের কাছে মামলা করেছেন যে নথিগুলি অত্যন্ত গোপনীয় এবং তারা আপিলকারীর হেফাজত থেকে চুরি হওয়া নথিগুলি সংগ্রহ করেছেন।নং 13 থেকে 15 জন উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই।তেমনি, অন্য আসামিরা যারা আদালতের এখতিয়ারের বাইরে অবস্থান করছেন এবং কীভাবে এবং কখন তারা ষড়যন্ত্রে প্রবেশ করেছিল সে নথি চুরি করেছে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই।সমন জারির আগে পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন বিভিন্ন মামলা বিবেচনা করে, বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটকে সাক্ষীদের অভিযোগ ও বক্তব্য বিবেচনা করা উচিত এবং নিজেকে সন্তুষ্ট করা উচিত যে চুরির অপরাধ (বাড়ি চুরি) এবং চুরির প্রাপ্তির উপাদানগুলি দেখানো প্রথম দিকের উপকরণ রয়েছে। সম্পত্তি।

55. অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারির আদেশ দেওয়ার সময় ম্যাজিস্ট্রেটকে অবশ্যই অভিযোগের বিচ্যুতি, শপথ গ্রহণের সময় অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং পরীক্ষিত সাক্ষীদের বক্তব্য

বিবেচনা করতে হবে।যেমনটি মেহমুদ উল রেহমানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেহেতু এটি একটি অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত কিছু সত্যের বিচারিক নোটিশ নেওয়ার প্রক্রিয়া, তাই আদালতের সামনে আনা উপকরণগুলি এই অপরাধটি গঠন করবে কিনা এবং তার পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে কিনা তা মনে রাখতে হবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলাএটি কোনও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়।

56. চন্দ্র দেও সিং বনাম প্রকাশ চন্দ্র বোস ওরফে চাবি বোস এবং অন্য এআইআর 1963 এসসি **1430 এবং সুপ্রিম কোর্টের** একাধিক রায় অনুসারে, ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে তদন্তের বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে উপাদানটি যাচাই-বাছাই করা অভিযোগকারীর দ্বারা নিজেকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে অভিযোগটি অপ্রয়োজনীয় নয় এবং এমন প্রমাণ/উপাদান রয়েছে যা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে ধারা 204 সিআরপিসির অধীনে প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ভিত্তি তৈরি করে তা প্রমাণ করা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য যে অভিযোগ এবং অভিযোগকারীর উদ্দীপনা প্রতিষ্ঠা করবে।

57. 08. 10. 2010 তারিখের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশটি নিম্নরূপ পড়ছেঃ -

> "অভিযোগকারী সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত আছেন।এই আদালত নিজেই ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে তদন্তের জন্য মামলার রেকর্ড গ্রহণ করে।তদন্ত চলাকালীন সাক্ষী পিবি দীনেশকে পরীক্ষা করা হয় এবং

তার বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে।অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যটি পূরণ হয়েছে বলে মনে হয়।অভিযোগকারী সংস্থার পক্ষে সেই উদ্দেশ্যে দায়ের করা হলফনামাটি অনুধাবন করা হয়েছে।নথিগুলি (মূল এবং জেরক্স কপি উভয়ই) অনুধাবন করে এবং তার মামলার সমর্থনে অভিযোগকারী সংস্থা দ্বারা নির্ভর করে।উপরোক্ত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে আমি ধারা 380,411,120 বি আইপিসির অধীনে অপরাধ কমিশনের জন্য ষোলজন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত ভিত্তি পেয়েছি। জ্ঞান নেওয়া হয়।এস/আর এবং উপস্থিতির জন্য 10.12.2010 স্থির করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তদনুসারে সমন জারি করুন।একবারে প্রয়োজনীয়তা। '

এই অপরাধের বিষয়টি অবহিত করার জন্য, ম্যাজিস্ট্রেট এইভাবে অভিযোগকারী এবং পিবি দীনেশের বক্তব্যকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর উপর নির্ভর করেছিলেন যে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষের মামলা করা হয়েছে।যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছিল, অভিযোগকারীর বক্তব্য বা পিবি দীনেশের বক্তব্যে ম্যাজিস্ট্রেটকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই অপরাধের কমিশন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ নেই যে আসামির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে।ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত আদেশের প্রত্যক্ষদর্শনের মাধ্যমে আমরা আদালতের এখতিয়ারের বাইরে থাকা উত্তরদাতাদের সহ 1

থেকে 1 16 নম্বর উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করার ক্ষেত্রে মনের প্রয়োগকে নির্দেশ করার মতো কিছুই পাই না।যদিও এই পর্যায়ে কথা বলার বা বিস্তৃত যুক্তিযুক্ত আদেশের প্রয়োজন নেই, তবে অবশ্যই পর্যাপ্ত ইঙ্গিত থাকতে হবে যে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ কমিশন গঠনের সত্যতার বিষয়ে মনের প্রয়োগ ছিল।

58. অভিযোগকারী বা সাক্ষী পিবি দীনেশের বক্তব্যে অভিযোগ বা অভিযোগের কোনও প্রতিরোধ নেই যে কখন এবং কীভাবে চুরি হয়েছিল।ধারা 380,411 এবং 120 বি আইপিসির অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের কমিশন অভিযোগ করে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট ধারা 380,411 এবং 120 বি আইপিসির অধীনে বিবেচনা গ্রহণ করেছেন। পুলিশ রিপোর্টের চেয়ে অন্যথায় প্রতিষ্ঠিত মামলায় ধারা 380 আইপিসির অধীনে অপরাধটি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিচারযোগ্য ওয়ারেন্ট মামলা-ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা ওয়ারেন্ট মামলার বিচার, XIX-B-পুলিশ রিপোর্টের চেয়ে অন্যথায় প্রতিষ্ঠিত মামলাগুলি।দ্বাদশ অধ্যায়ের অধীনে বিচারযোগ্য অপরাধের জন্য-ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ওয়ারেন্ট মামলার বিচার, আদালতকে অভিযোগ গঠন করতে হবে।ধারা 212 সিআরপিসি অনুসারে, অভিযোগে অভিযুক্ত অপরাধের সময় এবং স্থান এবং যার বিরুদ্ধে বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, অভিযুক্তকে নোটিশ দেওয়ার পক্ষে যথাযথভাবে যথেষ্ট হিসাবে এই জাতীয় বিবরণ থাকবে shall যে বিষয়টি নিয়ে তার বিরুদ্ধে

অভিযোগ আনা হয়েছে।বর্তমান ক্ষেত্রে, অভিযোগে সময় এবং চুরির স্থান বা যে ব্যক্তি চুরি করেছে তার বিবরণ নেই।অভিযোগকারীর দখলের বাইরে নথিগুলি কীভাবে চলে গেছে বলে অভিযোগ করে অভিযোগের কোনও প্রতিরোধ নেই।অভিযোগকারী শ্রী সমীর গাঙ্গুলির কেবলমাত্র বক্তব্য রয়েছে যে 12 থেকে 1 16 নম্বর উত্তরদাতারা চুরি হওয়া নথির ভিত্তিতে দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছেন এবং তিনি ধরা পড়ে যে একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই চুরির মাধ্যমে নথিপত্র সংগ্রহ করেছেন।বিবরণীর অভাবে, কেবল কোম্পানির পিটিশন বা দেওয়ানী মামলাগুলিতে নথিপত্র দখল বা নিছক নথি তৈরির মাধ্যমে, এটি বলা যায় না যে আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি তৈরি করা হয়েছিল বা ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি ভাল ছিল প্রক্রিয়া জারি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত।

59. পেপসি ফুডস লিমিটেডে অনুষ্ঠিত হিসাবে, ফৌজদারি অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয় এবং উত্তরদাতারা ফৌজদারি আদালতে জবাবদিহি করতে পারেন।উপকরণ হিসাবে মনের প্রয়োগ না করা প্রক্রিয়াগত অনিয়ম হিসাবে একপাশে ব্রাশ করা যায় না।08. 10. 2010 তারিখের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে মনের প্রয়োগ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টির বিষয়ে ধারা 380,411 এবং 120-বি আইপিসির অধীনে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র সম্পর্কে কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি

60. উচ্চ আদালত বলেছিল যে সাক্ষী পিবি দীনেশ কিছু আসামির জড়িত থাকার বিষয়ে বলেছিলেন এবং ফৌজদারি কার্যবিধির দশম অধ্যায়ের অধীনে পদ্ধতিটি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা কোনও মৌলিক ত্রুটি নেই।হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে সবচেয়ে খারাপ ত্রুটিটি একটি প্রক্রিয়াগত অনিয়ম হবে।08. 10. 2010 তারিখের আদেশটি নং 1 থেকে 1 16 এর উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে ধারা 380,411 এবং 120 বি আইপিসির অধীনে অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করে আলাদা রাখা দায়বদ্ধ।ম্যাজিস্ট্রেট যিনি ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে তদন্ত চালাচ্ছেন তার প্রমাণ সংগ্রহ ও বিষয়টি খতিয়ে দেখার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।আমরা সচেতন যে একবার ম্যাজিস্ট্রেট তার বিবেচনার প্রয়োগ করলে দায়রা আদালত বা হাইকোর্টের পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের নিজস্ব বিবেচনার পরিবর্তে যোগ্যতার ভিত্তিতে মামলাটি পরীক্ষা করা উচিত নয়।ম্যাজিস্ট্রেট মামলার যোগ্যতা/কার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত বা আলোচনা শুরু করতে পারবেন না।তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিবেচনা করা দরকার যে কোনও প্রাইম কেস তৈরি হয়েছে কি না এবং নিজেকে সন্তুষ্ট করার আগে উপাদানগুলিতে মন প্রয়োগ করা উচিত যে আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে।হাতে থাকা ক্ষেত্রে, আমরা খুঁজে পাই না যে সমন জারির জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি সুপ্রতিষ্ঠিত।

61. ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে তদন্তের বিষয়টি 'এগিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র আছে কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে'।সিআরপিসির ধারা 202 এর অধীনে তদন্তটি অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ব্যক্তির প্রক্রিয়া জারির জন্য কোনও বৈধ ভিত্তি রয়েছে কিনা বা এটি কোনও ভিত্তিহীন, যার ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার নেই তা নির্ধারণ করা।অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষেত্র আছে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আইনটি ম্যাজিস্ট্রেটের উপর গুরুতর দায়িত্ব চাপায়।প্রক্রিয়া জারি করা যান্ত্রিক হওয়া উচিত নয় বা অভিযুক্তকে হয়রানির সরঞ্জাম হিসাবে তৈরি করা উচিত নয়।যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছিল, আসামিদের ফৌজদারি মামলায় হাজির হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রক্রিয়া জারি করা একটি গুরুতর বিষয় এবং উপাদানগুলির বিশদ বিবরণের অভাব এবং উপকরণগুলি সম্পর্কে মনের প্রয়োগ না করা এই কারণেই বাদ দেওয়া যায় না যে এটি কেবল একটি পদ্ধতিগত অনিয়ম।বর্তমান ক্ষেত্রে, উত্তরদাতাদের প্রক্রিয়া জারির আদেশে ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি সুপ্রতিষ্ঠিত নয় এবং অভিযুক্তকে তলব করার আদেশ টিকিয়ে রাখা যায় না।হাইকোর্টের অপ্রচলিত আদেশ যে ধারা 202 সিআরপিসির অধীনে পদ্ধতিটি মেনে চলছিল তা টিকিয়ে রাখা যায় না এবং এটিকে আলাদা রাখা দায়বদ্ধ।

কোম্পানির পিটিশনে নথির অনুলিপি উত্পাদন-চুরির পরিমাণ হবেঃ

62. যতক্ষণ না কোম্পানির আবেদনে নং 1 থেকে 28 নথিপত্র দায়ের করা হয়েছে, উচ্চ আদালত বলেছে যে যেহেতু নং 1 থেকে 28 নথির মূল এখনও আপিলকারী সংস্থা-অভিযোগকারীর হেফাজতে রয়েছে, সেই নথিগুলি অস্থায়ীভাবে অপসারণ এবং বিষয়টির অভিযোগ অপসারণ সেই নথিগুলিতে থাকা 'তথ্য' ছিল, এটিকে 'অস্থাবর সম্পত্তি' হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।উচ্চ আদালত এই মতামত নিয়েছিল যে এই জাতীয় দলিলগুলি অস্থায়ীভাবে অপসারণ এবং তথ্যের ব্যবহার চুরি বা সম্পত্তির অসাধু অপব্যবহারের পাশাপাশি চুরি হওয়া সম্পত্তি অসাধু প্রাপ্তির বিষয় হতে পারে না।

63. নং 1 থেকে 28 নথির সাথে সম্পর্কিত হিসাবে, বিবেচনার জন্য মূল বিষয়টি হ 'ল নথিগুলি অস্থায়ীভাবে অপসারণ এবং ফটোকপি ফাইল করা এবং নথির তথ্য/বিষয়বস্তু ব্যবহার করা চুরির বিষয় হতে পারে কিনা।

64. আপিলকারীর বক্তব্য হ 'ল আপিলকারী-কোম্পানির দখল থেকে নথিগুলি সরিয়ে নেওয়ার খুব কাজটি চুরির পরিমাণ।এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে সম্পত্তি স্থায়ীভাবে বঞ্চিত হওয়ার কারণে ক্ষতি হওয়ার দরকার নেই <unk> তবে চুরির কারণে ক্ষতি এমনকি সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে সরানোর ফলেও হতে পারে।এই যুক্তির সমর্থনে, আপিলকারীদের জন্য বিদ্বান সিনিয়র পরামর্শ পাইরে লাল ভার্গব বনাম রাজস্থান রাজ্য

এআইআর 1963 এসসি 1094 এর উপর অনেক নির্ভরতা রেখেছিলেন।উক্ত মামলায়, প্রধান প্রকৌশলী অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট আপিলকারী-পিয়ারে লাল ভার্গব, একজন রাম কুমার রামের নির্দেশে সচিবালয় থেকে একটি কেরানির **মাধ্যমে একটি ফাইল পেয়ে** ফাইলটি তার বাড়িতে নিয়ে যান, এটি উপলব্ধ করে দিয়েছিলেন বলেছিলেন রাম কুমার রাম যিনি ফাইলটিতে একই নথিগুলি অন্য কাগজপত্রের সাথে প্রতিস্থাপন করেছিলেন এবং তারপরে, পরের দিন ফাইলটি ফিরিয়ে দেন।উক্ত মামলায় যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছিল যে আপিল/আসামি পিয়ারে লাল ভার্গব বিভাগে কর্মরত একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং সত্যই চুরির অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত হয় না যে কারণে এটি অসাধুভাবে নেওয়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না। এটি কেবল রাম কুমার রামের কাছে নথি দেখানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিল এবং পরের দিন এটি অফিসে ফিরিয়ে দেয় এবং তাই তিনি কোনও ব্যক্তির দখলে থেকে উক্ত ফাইলটি নেননি।উক্ত যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে "..... চুরি করার জন্য, কারও কাছে স্থায়ীভাবে স্থায়ীভাবে স্থাবর সম্পত্তি অন্যের দখলে নেওয়ার দরকার নেই।যদি তিনি অন্য কোনও ব্যক্তির দখলের বাইরে কোনও অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে যান তবে এটি সংজ্ঞাটি সন্তুষ্ট করবে যদিও তিনি পরে তা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন.....।পাইরে লাল ভার্গব-এর নির্ধারিত অনুপাতের আলোকে, অন্য কোনও মাধ্যমে তাদের মধ্যে থাকা তথ্যের প্রতিলিপি দেওয়ার উদ্দেশ্যে মূল দলিলগুলি

অস্থায়ীভাবে অপসারণ করা এইভাবে সম্পত্তির 'চলমান' প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে যা অ্যাক্টাস রিউস ধারা 378 আইপিসির অধীনে সংজ্ঞায়িত চুরির অপরাধ।

65. পিয়ারে লাল ভার্গবতে আরও একটি যুক্তি উত্থাপিত হয়েছিল যে আসামী কোনও 'ভুল লাভ' না পেয়ে বা অন্য কোনও ব্যক্তির কোনও 'ভুল ক্ষতি' না করায় তা অসাধুভাবে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেনি।উক্ত যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে, পিয়ারে লাল ভার্গবতে, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপে অনুষ্ঠিতঃ -

> "8.....চুরি করার জন্য স্থাবর সম্পত্তি স্থায়ীভাবে অন্যের দখলে নেওয়ার দরকার নেই যে এটি তার কাছে ফেরত না দেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে যায়।তিনি অন্য ব্যক্তির দখল থেকে যদি কোনও অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে থাকেন তবে পরে তা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও এটি সংজ্ঞাটি সন্তুষ্ট করবে।আমরা জ্ঞাত পরামর্শের সাথেও একমত হতে পারি না যে বর্তমান ক্ষেত্রে কোনও ভুল ক্ষতি নেই।ভুল ক্ষতি হ 'ল সম্পত্তির বেআইনী উপায়ে ক্ষতি হয় যার কাছে এটি হারানো ব্যক্তি আইনত অধিকারী।এটি বিতর্কিত হতে পারে না যে আপিলকারী অননুমোদিতভাবে অফিস থেকে ফাইলটি নিয়ে রাম কুমার রামের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। সুতরাং, তিনি বেআইনীভাবে বিভাগ থেকে ফাইলটি নিয়েছিলেন এবং অল্প সময়ের জন্য তিনি উক্ত ফাইলটি দখল থেকে

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে বঞ্চিত করেছিলেন।ক্ষতি স্থায়ীভাবে সম্পত্তির বঞ্চনার কারণে হওয়ার দরকার নেই তবে অস্থায়ী নিষ্পত্তি দ্বারাও ঘটতে পারে, যদিও এটি গ্রহণকারী ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বা পরে এটি পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে করেছিলেন।অন্যের সম্পত্তি বঞ্চিত বা নিষ্পত্তি করার একটি অস্থায়ী সময়কাল অন্যের ক্ষতি করে.....

66. চুরির অন্যতম প্রধান উপাদান হ 'ল চুরির বিষয়টি একটি' চলমান সম্পত্তি 'হওয়া দরকার।'চলমান সম্পত্তি' ধারা 22 আইপিসিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার মধ্যে প্রতিটি বর্ণনার একটি শারীরিক সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।এটি সন্দেহের বাইরে যে কোনও দলিল ধারা 22 আইপিসির অর্থের মধ্যে একটি 'চলমান সম্পত্তি' যা চুরির বিষয় হতে পারে।একটি 'নথি' একটি 'শারীরিক সম্পত্তি'।কোনও জিনিস যদি তার দেহ, উপাদান এবং শারীরিক উপস্থিতি থাকে তবে তা 'কর্পোরাল'।ধারা 29 আইপিসি অনুসারে, 'নথি' বলতে বোঝায় যে কোনও পদার্থের উপর বর্ণিত বা বর্ণিত কোনও বিষয় অক্ষর, পরিসংখ্যান বা চিহ্নের মাধ্যমে বা সেগুলির একাধিক উপায়ে, ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, বা যা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বিষয় '।ধারা 29 আইপিসির প্রথম ব্যাখ্যাটি সরবরাহ করে যে এগুলি কী উপায়ে বা কোন পদার্থের দ্বারা গঠিত হয় তা অবিচল।এই সংজ্ঞাটি কোনও নথির তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী ফটোকপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবে।ধারা 29 আইপিসির 2 নং ব্যাখ্যা অনুসারে,

চিঠি, পরিসংখ্যান বা চিহ্নগুলি বিভাগের অর্থের মধ্যে এই জাতীয় চিঠি, চিত্র বা চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হবে বলে মনে করা হবে।এই জাতীয় অক্ষর, চিত্র বা চিহ্নগুলির এইভাবে একটি উপাদান এবং শারীরিক উপস্থিতি রয়েছে।সুতরাং, এটিও অনুমান করা যেতে পারে যে উল্লিখিত তথ্যগুলি 'ডকুমেন্ট'-একটি শারীরিক সম্পত্তি হিসাবে পরিধির মধ্যে পড়ে বলে মনে করা হবে।

67. কোনও নথিতে থাকা তথ্য, যদি প্রতিলিপি করা হয় তবে তা চুরির বিষয় হতে পারে এবং ভুল ক্ষতি হতে পারে, যদিও মূল নথিটি কেবলমাত্র এতে থাকা তথ্য উত্তোলনের উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে তার আইনী হেফাজত থেকে সরানো হয়েছিল।কেএন মেহরার ক্ষেত্রে বনাম রাজস্থান রাজ্য এআইআর 1957 এসসি 369, এই আদালত বলেছে যে লাভ বা লোকসানের **বিষয়টি বিবেচনা করে মোট** অধিগ্রহণ বা মোট বঞ্চনার প্রয়োজন হয় না তবে এটি যদি ব্যক্তির দ্বারা ভুলভাবে সম্পত্তি অর্জন বা সাময়িকভাবে সম্পত্তি থেকে দূরে রাখা হয় তবে তা যথেষ্ট আইনীভাবে অধিকারী ব্যক্তি।

68. উচ্চ আদালত, আমাদের দৃষ্টিতে, নং 1 থেকে 28 নথিতে নথিগুলির প্রতিলিপি বা তথ্যের ব্যবহার এবং এর মধ্যে থাকা বিষয়বস্তু শারীরিক সম্পত্তি নয় এবং চুরির কোয়া ডকুমেন্টের পরিমাণ নয় বলে ধরে রাখা ঠিক ছিল না। 28 থেকে।নথিগুলি এবং নথিগুলির প্রতিলিপি এবং এর মধ্যে থাকা বিষয়বস্তুগুলির

শারীরিক উপস্থিতি রয়েছে এবং তাই অবশ্যই এটি '<unk> শারীরিক সম্পত্তি' <unk> এবং এটি চুরির বিষয় হতে পারে।

69. বিবেচনার জন্য উত্থাপিত মূল প্রশ্নটি হ 'ল মামলার সত্যতা এবং পরিস্থিতিতে দলিলগুলি অস্থায়ীভাবে অপসারণ এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন মামলাগুলিতে সেগুলি ব্যবহার করা কোনও ফৌজদারি অভিযোগ দায়েরের চুরির ওয়ারেন্টি হিসাবে পরিগণিত হবে কিনা।

70. স্বীকার করা হয়েছে, আবেদনকারী সংস্থার চান্দেরিয়া ইউনিটের নথি নং-1-অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সহ নং 1 থেকে 54 নথিপত্র কোম্পানির আবেদনে উত্তরদাতারা দায়ের করেছেন।এই নথিগুলি হ 'ল আপিল কোম্পানির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত আন্তঃ-সংস্থার চিঠিপত্র, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণের প্রতিবেদন, চুক্তি ইত্যাদি areস্বীকারোক্তি হিসাবে, এই নথিগুলি আবেদনকারী-কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা তাদের নং-17 দ্বারা নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনার মামলাটি প্রমাণ করার জন্য এবং তাদের অধিকার প্রমাণের জন্য কোম্পানির আবেদনে উপস্থাপন করেছেন।মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে যেমন আলোচনা হয়েছে, আমাদের দৃষ্টিতে দলিলগুলি অস্থায়ীভাবে কেড়ে নেওয়া এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন মামলায় সেগুলি ব্যবহার করা চুরির পরিমাণ নয়।

71. ফৌজদারি অভিযোগে, 08.10.2010 তারিখের আদেশে ম্যাজিস্ট্রেট ধারা 380 আইপিসি-'আবাসিক বাড়িতে চুরি ইত্যাদি'

এর অধীনে এই অপরাধের বিষয়টি গ্রহণ করেছেন।চুরি গঠনের জন্য, নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অপরিহার্যঃ -

(i) সম্পত্তি নেওয়ার অসাধু উদ্দেশ্য <unk>

(ii) সম্পত্তি অবশ্যই চলনযোগ্য হতে হবে <unk>

(iii) এটি অন্য ব্যক্তির দখল থেকে নেওয়া উচিত <unk>

(iv) এটি সেই ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই নেওয়া উচিত <unk>

(v) সম্পত্তিটি গ্রহণের জন্য অবশ্যই কিছু অপসারণ করতে হবে।

72. উদ্দেশ্য হ 'ল অপরাধের সংক্ষিপ্তসার।এটি গ্রহণকারীর উদ্দেশ্য যা কোনও জিনিস নেওয়া বা সরানো চুরি কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে।'অসাধুভাবে' নেওয়ার অভিপ্রায়টি উপস্থিত থাকে যখন গ্রহণকারী চুরির পরিমাণ হিসাবে অন্য যে কোনও ব্যক্তিকে ভুল ক্ষতি করতে চায়।এটি 'চুরি' অপরাধের একটি অপরিহার্য উপাদান যে অস্থাবর সম্পত্তি তার সম্মতি ব্যতিরেকে যে কোনও ব্যক্তির দখলের বাইরে 'সরানো' উচিত ছিল।'অস্থাবর সম্পত্তি' আইপিসির **22** ধারায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ পড়ছেঃ -

> "অস্থাবর **সম্পত্তি**-'**অস্থাবর সম্পত্তি**' শব্দটি জমি এবং পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত জিনিসগুলি বা পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত যে কোনও কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে বেঁধে দেওয়া

ব্যতীত প্রতিটি বর্ণনার শারীরিক সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে।"

"অসাধু" ধারা 24 আইপিসিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ পড়ছেঃ -

"**অসাধুভাবে-যে** ব্যক্তি একজন ব্যক্তির অন্যায়ভাবে লাভ বা অন্য ব্যক্তির অন্যায়ভাবে ক্ষতি করার অভিপ্রায় নিয়ে কিছু করে, তাকে এই কাজটি" অসাধুভাবে "করতে বলা হয়।"

"ভুল লাভ" এবং "ভুল ক্ষতি" ধারা 23 আইপিসিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ পড়েঃ -

"ভুল **লাভ**"-"**ভুল লাভ**" হ 'ল সম্পত্তির বেআইনী উপায়ে লাভ যা প্রাপ্ত ব্যক্তি আইনত অধিকারী নয়।"ভুল ক্ষতি" -

'<unk> **ভুল ক্ষতি**' <unk> হ 'ল সম্পত্তির বেআইনী উপায়ে ক্ষতি যা হারানো ব্যক্তি আইনত অধিকারী।ভুলভাবে অর্জন করা, ভুলভাবে হারানো-যখন কোনও ব্যক্তি ভুলভাবে ধরে রাখে, পাশাপাশি যখন এই জাতীয় ব্যক্তি ভুলভাবে অর্জন করে তখন কোনও ব্যক্তি ভুলভাবে লাভ করতে বলা হয়।বলা হয় যে যখন কোনও ব্যক্তিকে ভুলভাবে কোনও সম্পত্তি থেকে দূরে রাখা হয়,

পাশাপাশি যখন এইরকম ব্যক্তি ভুলভাবে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় তখন তাকে ভুলভাবে হারাতে হয়। '

73. মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, মামলা-মোকদ্দমাতে নথিগুলি ব্যবহার করে দেখা উচিত, আপিলকারী সংস্থাকে '<unk> ভুল ক্ষতি' <unk> করার ক্ষেত্রে এবং '<unk> ভুল লাভ' <unk> পাওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে '<unk> অসাধু উদ্দেশ্য' <unk> রয়েছে কিনা? '<unk> নিজের জন্য' <unk>।1 থেকে 5 নম্বরের উত্তরদাতারা হলেন আপিলকারী-সংস্থার শেয়ারহোল্ডার এবং তারা সিএলবি কার্যক্রমে নং 1 থেকে 54 নথির ফটোকপি তৈরি করেছেন যা তাদের দ্বারা নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল।কেবল যেহেতু উত্তরদাতারা সিএলবি কার্যক্রমে নথিগুলির অনুলিপি তৈরি করেছেন, তাই এটি বলা যায় না যে উত্তরদাতারা '<unk> অসাধু' <unk> অভিপ্রায় দিয়ে নথিগুলি সরিয়ে দিয়েছেন।নং 1 থেকে 5 এর উত্তরদাতাদের মামলার সমর্থনে এবং আবেদনকারী নং-17 এর মাধ্যমে আপিলকারী সংস্থার বিষয়ে কথিত নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিচারিক কার্যক্রমে আদালতকে সত্যে পৌঁছাতে সক্ষম করার জন্য দলিলগুলির অনুলিপি তৈরি করা হয়।কোনও ব্যক্তির 'অসাধু অভিপ্রায়' বলা যেতে পারে যদি সম্পত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি বেআইনী উপায়ে অন্যায়ভাবে লাভ করা বা বেআইনী উপায়ে ভুল ক্ষতি করার উদ্দেশ্য হয়।যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, অভিযোগে অভিযোগ করা হয়নি যে উত্তরদাতাদের কোনও ভুল লাভ

হয়েছে বা আপিলকারী-সংস্থার ভুল ক্ষতি হয়েছে যাতে ধারা 3 378 আইপিসির অধীনে চুরির উপাদান গঠন করা যায়। অভিযোগে কেবল অভিযোগ করা হয়েছে যে নথির অনুলিপিগুলি সিএলবি কার্যক্রমে উত্তরদাতাদের নং 1 থেকে 5 পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছিল।উত্তরদাতাদের '<unk> ভুল লাভ' <unk> বা আপিলকারীকে '<unk> ভুল ক্ষতি' <unk> করার অভিযোগ নেই।

74. যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনার মামলাটি প্রমাণ করার জন্য কোম্পানী পিটিশনে নং 1 থেকে 54 নথি দায়ের করা হয়।সিএলবি কার্যক্রমে নথি দাখিল করা কেবল আপিলকারী সংস্থার নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনার দাবি দাবি করা।উত্তরদাতাদের মতে, নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনার এক সুস্পষ্ট বিতর্ক রয়েছে এবং নং 1 থেকে 54 নথিগুলি কেবল তাদের মামলা প্রমাণ করার জন্য দায়ের করা হয়।পক্ষগুলির মধ্যে যখন নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনা রয়েছে কিনা তা নিয়ে সুস্পষ্ট বিরোধ দেখা দেয়, তখন উত্তরদাতাদের '<unk> ভুল লাভ' <unk> বা আপিলকারীকে '<unk> ভুল ক্ষতি' <unk> করার প্রশ্নই আসে না।নথিগুলি ব্যবহার করার সময়, যখন অভিযোগকারীকে 'ভুল ক্ষতি' এবং উত্তরদাতাদের 'ভুল লাভ' করার কোনও অসাধু উদ্দেশ্য না থাকে, তখন বলা যায় না যে চুরির উপাদানগুলি তৈরি করা হয়েছে।

75. যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, নং-12 থেকে 1 16 জন উত্তরদাতারা ট্রাস্টের কাজগুলির মাধ্যমে জনসাধারণের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ট্রাস্ট বাতিল করার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পাঁচটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করেছেন।12 থেকে 1 16 নম্বর উত্তরদাতারা আপিল কোম্পানির চান্দেরিয়া ইউনিটের নং-1-অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি জমা দিয়েছেন।ততক্ষণে, নথিটি দেওয়ানি মামলাগুলিতে দায়ের করা আন্তঃসংযোগ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে দায়ের করা হয়েছিল, নথিটি ইতিমধ্যে সিপি নং 1/2010 এ দায়ের করা হয়েছিল।এখানে আবার, ট্রাস্টের দলিল বাতিলকরণ বাতিল করার যথার্থতা এবং অভিযোগে এবং আন্তঃসংযোগ সংক্রান্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে বিবাদগুলি প্রমাণ করার বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট বিতর্ক রয়েছে।এটি বলা যায় না যে নং 1 থেকে 1 16 এর উত্তরদাতাদের নথিগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসাধু উদ্দেশ্য ছিল যাতে আপিলকারীকে '<unk> ভুল ক্ষতি' <unk> বা নিজের কাছে '<unk> ভুল লাভ' <unk> করতে পারে যাতে ধারা 3 378 আইপিসির অধীনে চুরির উপাদানগুলি আকর্ষণ করতে পারে।

76. উত্তরদাতাদের কীভাবে নথিগুলিতে অ্যাক্সেস ছিল তা একটি জিনিস হতে পারে।এটি সম্ভবত নথিগুলির সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য স্পষ্টত মানটি বহন করতে পারে।তবে এটি চুরির পরিমাণ এবং উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে মামলা করার চেষ্টা করা মামলা-মোকদ্দমাতে তাদের প্রতিরক্ষা হ্রাস করা বা উত্তরদাতাদের

তাদের মূল্যবান প্রতিরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়।পুরান মাল বনাম পরিদর্শনের পরিচালক (তদন্ত), নয়াদিল্লি এবং অন্যান্য (19 1974) 1 এসসিসি 345-তে সংবিধান বেঞ্চের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে অবৈধ অনুসন্ধান ও জব্দ করার ক্ষেত্রেও প্রাপ্ত **নথিগুলি বিবেচনা থেকে বন্ধ** করা যাবে না যতক্ষণ না তারা ইস্যুতে বিষয়গুলির সাথে প্রাসঙ্গিক।বর্তমান ক্ষেত্রে, নথিগুলি আইনী কার্যক্রমে সৎ বিশ্বাসে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে নং 1 থেকে 5 জন উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়ের করা সংস্থা পিটিশন এবং অন্যান্য মামলাগুলি ট্রাস্ট বাতিলকরণকে চ্যালেঞ্জ জানানো দেওয়ানি মামলা।এই মামলাগুলি বিচারাধীন রয়েছে এবং উভয় পক্ষই এই মামলাগুলি উত্তাপপূর্ণভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।উত্তরদাতাদের বিচারিক কার্যক্রমে নথিগুলির ব্যবহার হ 'ল আপিলকারী-সংস্থার নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনার মামলাটি প্রমাণ করা।অবশ্যই, কোনও 'অসাধু অভিপ্রায়' বা 'ভুল লাভ' উত্তরদাতাদের জন্য দায়ী করা যায় না।তেমনি, ধারা 378 এবং 380 আইপিসির উপাদানগুলিকে আকর্ষণ করার জন্য আপিলকারীদের কোনও '<unk> ভুল ক্ষতি' <unk> নেই।

77. ধারা 24 আইপিসির অধীনে '<unk> অসাধুভাবে' <unk> অভিপ্রায়টি অবশ্যই অন্যের '<unk> ভুল ক্ষতি' <unk> করতে হবে বা নিজের জন্য '<unk> ভুল লাভ' <unk> করতে হবে।কোনও ব্যক্তি অসাধুভাবে কাজ করেছে কি না তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, এটি সেই উদ্দেশ্য যা দেখতে হবে।আইনী

কার্যক্রমে নথি দাখিল করে, উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে আপিলকারীকে 'ভুল ক্ষতি' করার বা নিজের কাছে 'ভুল লাভ' করার অভিপ্রায় নেই।আইনী কার্যক্রমে নথি দাখিল করা কেবল কোম্পানির আবেদনে তাদের অবস্থান প্রমাণ করার জন্য।আমরা বিদ্বান সিনিয়র আইনজীবী, মিঃ সিবাল, 1 থেকে 5 নম্বরের উত্তরদাতাদের কাছে উপস্থিত হয়ে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক জোর পেয়েছি যে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে মামলা করার চেষ্টা করার জন্য আপিলকারীর প্রচেষ্টা বন্ধ করার প্রয়াসে উত্তরদাতাদের আর্ম-মোচড় বলে মনে হয় নং 1 থেকে 9 এবং দেওয়ানী মামলাগুলিতে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে সিএলবি কার্যক্রমের আগে প্রাসঙ্গিক উপাদান নথি।

78. **উত্তরদাতাদের বিভিন্ন বিধান অনুসারে দলিলগুলির জন্য আহ্বান করা উচিত ছিল কিনাঃ-আপিলকারীর পক্ষে যুক্তি**

হ 'ল সংস্থা আইনের ধারা 10-ই এবং দলিলগুলি তলব করা এবং আবিষ্কারের বিষয়ে ধারা 91 সিআরপিসির অধীনে পর্যাপ্ত বিধান থাকা সত্ত্বেও, আদেশ একাদশ সিপিসির অধীনে জিজ্ঞাসাবাদ এবং নথিগুলি পরিদর্শন, উত্তরদাতারা দলিলগুলি সংগ্রহের জন্য সন্দেহজনক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এবং এইভাবে, যেহেতু দলিলগুলি আইনী কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়েছিল, তাই এটি চুরি হতে পারে না বলে দাবি করে তাদের পদক্ষেপের দায়বদ্ধতা বাদ দিতে পারে না।

79. নিঃসন্দেহে, তাত্ক্ষণিক মামলার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আইনে পর্যাপ্ত বিধান সরবরাহ করা হয়েছে যাতে কোনও পক্ষকে মামলা বা সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলাটির যথাযথ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় বা কাঙ্ক্ষিত বিবেচিত সমস্ত নথি এবং উপকরণের উত্পাদন প্রয়োজন হয়।নোটিশের পরে যদি দখলে থাকা কোনও দলিল তৈরি না করা হয়, তবে ধারা 114 এর অধীনে আরও অনুমান রয়েছে। (ছ) প্রমাণ যদি উত্পন্ন হয় তবে বিপরীত পক্ষের পক্ষে প্রতিকূল ছিল।

80. এখানে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা আপিল-কর্পোরেশনের নথিগুলি আইন অনুসারে নথি তৈরি করার আহ্বান না জানিয়ে ব্যবহার করেছেন।অবশ্যই, মামলা-মোকদ্দমা এবং তাদের পরামর্শ নথি তৈরির ক্ষেত্রে আইন ও আদালতের আবিষ্কারের বিধি মেনে চলবে বলে আশা করা হচ্ছে।তবে কেবলমাত্র উত্তরদাতারা বিধান অনুযায়ী দলিলগুলির জন্য আহ্বান করেননি, তাই বলা যায় না যে তারা 'চুরি' করেছে।এটি হতে পারে যে উত্তরদাতারা আপিল-কর্পোরেশনকে নথি তৈরি করার আহ্বান জানিয়ে নোটিশ জারি করেনি বা দলিল তৈরির আহ্বান জানিয়ে আইনের বিভিন্ন বিধান অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ নাও করতে পারে।এটি সম্ভবত যথাযথ কার্যক্রমে উত্থাপিত হওয়া পয়েন্ট হতে পারে যাতে নথিগুলির সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য স্পষ্টত মান সম্পর্কে যুক্তি উপস্থাপন করা যায়।তবে এটি বলা সুদূরপ্রসারী হবে যে উত্তরদাতারা অসাধুভাবে নথিগুলি সরিয়ে ফেলেছে এবং চুরির

অপরাধ করেছে এবং নথি চুরির জন্য তাদের ফৌজদারি বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।প্রাসঙ্গিক প্রমাণ এবং উপকরণ দিয়ে উত্তরদাতাদের তাদের প্রতিরক্ষা অনুসরণ থেকে বঞ্চিত করা কেবল একটি আর্ম-মোচড়ের কৌশল হবে।যেহেতু আমরা ধরে রেখেছি যে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই এবং সমন জারি করার আদেশটি নিজেই টেকসই নয়, তাই আমরা এই দিকটিতে আরও গভীরভাবে যেতে আগ্রহী নই <unk> বা প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমে নথিগুলির সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য স্পষ্টত মান সম্পর্কে আমাদের মতামত প্রকাশ করবেন না।পাছে, এটি পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন কার্যক্রমে আমাদের মতামত প্রকাশের পরিমাণ হবে।

81. উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে কিনাঃ-যেমনটি আগেই আলোচনা করা হয়েছে, স্বীকার করা হয়েছে যে দলগুলি বেশ কয়েকটি মামলা-মোকদ্দমাতে জড়িত।চুরি ও অপব্যবহারের অভিযোগ নং 1 থেকে 28 নথি এবং নং 1 থেকে 54 নথির সাথে সম্পর্কিত যা কোম্পানির আবেদনে দায়ের করা হয় এবং দেওয়ানি মামলাগুলিতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, উত্তরদাতারা কখন, কোথায় এবং কীভাবে চুরি করেছে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই <unk> অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগও নেই।অভিযোগের অভিযোগগুলি, তাদের মূল মূল্য হিসাবে নেওয়া হচ্ছে, প্রাইম-ফেইস কেস প্রকাশ করে না

বা বাড়ি চুরি বা অপব্যবহারের অপরাধের উপাদানগুলি প্রকাশ করা হয় না।

82. ধারা 482 সিআরপিসির অধীনে ক্ষমতার অনুশীলন তিনটি পরিস্থিতিতে কল্পনা করে যেখানে অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করা যেতে পারেঃ-(i) কোডের অধীনে একটি আদেশ কার্যকর করতে <unk> (ii) আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার রোধ করতে <unk> এবং (iii) অন্যথায় ন্যায়বিচারের সীমানা সুরক্ষিত করা।ধারা 482 সিআরপিসির অধীনে অন্তর্নিহিত এখতিয়ার যদিও বিস্তৃতভাবে অল্প পরিমাণে, সাবধানতার সাথে এবং সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

83. এটি সুস্পষ্টভাবে মীমাংসিত যে ধারা 482 সিআরপিসির অন্তর্নিহিত এখতিয়ারটি একটি অভিবাদনমূলক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং ফৌজদারি কার্যধারাকে হয়রানির অস্ত্রের অবক্ষয়ের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।আদালত যখন সন্তুষ্ট হন যে ফৌজদারি কার্যকারিতা আইন প্রক্রিয়াটির অপব্যবহারের সমান বা এটি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের উপর চাপ সৃষ্টি করার সমান, তখন এই ধরনের কার্যক্রম বাতিল করা যেতে পারে।শ্রীমতী। নাগাওয়া বনাম বীরন্না শিবলিঙ্গাপ্পা কনজালগি এবং অন্যান্য (1976) 3 এসসিসি 736, সুপ্রিম কোর্ট পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি পর্যালোচনা করে নীতিগুলি সংক্ষিপ্ত করে কখন

প্রক্রিয়াটির বিষয়টি বাতিল করা যেতে **পারে এবং এর অধীনে** রাখা যেতে পারেঃ -

> "৫..... একবার ম্যাজিস্ট্রেট তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করলে হাইকোর্ট বা এমনকি এই আদালতের পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে তার নিজস্ব বিবেচনার বিকল্প নেওয়া বা অভিযোগের অভিযোগগুলি প্রমাণিত হয় কি না তা সন্ধানের জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে মামলাটি পরীক্ষা করা শেষ পর্যন্ত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা শেষ হবে।এই বিবেচনাগুলি, আমাদের মতে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 202 এর অধীনে তদন্তের সুযোগ এবং আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ বিদেশী যা কোডের ধারা 204 এর অধীনে একটি আদেশে শেষ হয়।সুতরাং এটি নিরাপদে রাখা যেতে পারে যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট জারির প্রক্রিয়া বাতিল বা আলাদা করা যেতে পারেঃ
>
> > (1) যেখানে অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে বা সাক্ষীদের জবানবন্দি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া একই সমর্থনে রেকর্ড করা হয়েছে, সেখানে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও মামলা করা হয়নি বা অভিযোগটি কোনও অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করে না যা অভিযোগ করা হয়েছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে <unk>

(2) যেখানে অভিযোগে করা অভিযোগগুলি স্পষ্টতই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যাতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারে যে আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে <unk>

(3) যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ইস্যু প্রক্রিয়ায় বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা মজাদার এবং স্বেচ্ছাচারী হয় কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে বা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বা অগ্রহণযোগ্য এমন উপকরণের ভিত্তিতে <unk> এবং

(4) যেখানে অভিযোগটি মৌলিক আইনী ত্রুটিগুলিতে ভুগছে, যেমন, অনুমোদনের ইচ্ছা, বা আইনত সক্ষম কর্তৃপক্ষ এবং এর মতো অভিযোগের অনুপস্থিতি।আমাদের দ্বারা উল্লিখিত মামলাগুলি নিখুঁতভাবে বর্ণনামূলক এবং এমন পরিস্থিতি নির্দেশ করার জন্য পর্যাপ্ত গাইডলাইন সরবরাহ করে যেখানে হাইকোর্ট কার্যধারা বাতিল করতে পারে। "

84. হরিয়ানা ও অন্যান্য রাজ্যে বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্য 1992 সাপ **(1) এসসিসি 335, সুপ্রিম কোর্ট** আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলির সুযোগ বিবেচনা করেছিল এবং পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করার পরে, সুপ্রিম কোর্ট

উদাহরণস্বরূপ মামলার বিভাগগুলি গণনা করেছিল যেখানে ভারতের সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ এখতিয়ার হাইকোর্ট দ্বারা আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে 'যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণগুলি কোনও অপরাধের কমিশন প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করে না'।

85. বর্তমান ক্ষেত্রে, এটি একটি কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে দলিলগুলি আইন অনুসারে সুরক্ষিত হয়নি এবং তাদের সাথে কোনও মূল্য সংযুক্ত করা যায়নি।তবে কেবলমাত্র একটি উত্স বা অন্য উত্স থেকে নথিগুলি তৈরি করা হয়েছে, তাই এটি বলা যায় না যে উত্তরদাতাদের '<unk> ভুল লাভ' <unk> পেতে এবং আপিলকারীকে '<unk> ভুল ক্ষতি' <unk> করার জন্য নথিগুলি অসাধুভাবে সরানো হয়েছে।যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো উত্তরদাতাদের উপর চাপ আনার জন্য ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, অভিযোগটি বাতিল করতে হবে।

86. ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পানে।বনাম এনইপিসি ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্য (200)) S **এসসিসি 6 736, সুপ্রিম** কোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যে ফৌজদারি মামলায় শক্তিশালী নাগরিক

বিরোধকে রূপান্তর করার ব্যবসায়িক চেনাশোনাগুলিতে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রয়েছেঃ -

> "১৪. যদিও বৈধ কারণ বা অভিযোগের সাথে কাউকে ফৌজদারি আইনে উপলব্ধ প্রতিকারের সন্ধান করা থেকে বিরত রাখা উচিত নয়, তবে যে অভিযোগকারী ফৌজদারি কার্যকারিতা অনিয়ন্ত্রিত এবং তার প্রতিকার কেবল নাগরিক আইনে রয়েছে তা পুরোপুরি সচেতন হয়ে, আইন অনুসারে এ জাতীয় ভুল ধারণা করা ফৌজদারি কার্যকারিতা শেষে নিজেকে জবাবদিহি করা উচিত।নিরপরাধ দলগুলির অপ্রয়োজনীয় বিচার ও হয়রানি রোধে আদালত যে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারে তা হ 'ল ধারা 250 সিআরপিসির অধীনে আরও ঘন ঘন তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করা, যেখানে তারা অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে বিদ্বেষ বা অবুঝ বা স্বল্প উদ্দেশ্যগুলি সনাক্ত করে।তা যেমন হউক। '

87. মাধবরা জিবাজিরাও সিন্ধিয়া এবং অন্যান্য বনাম সংভাজিরাও চন্দ্রোজিরাও অ্যাংরে এবং অন্যান্য (1988) **1 এসসিসি 692-তে, এটি** অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে 'যখন প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও মামলা বাতিল করতে বলা হয়, তখন আদালত যে পরীক্ষাটি প্রয়োগ করতে হবে তা হ' ল প্রাইম-ফেইস হিসাবে অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগগুলি অপরাধটি প্রতিষ্ঠা করে। " আরও বলা হয়েছিল যে 'বিষয়টি বিবেচনা করার সময় আদালতকে

এমন কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে হবে যা কোনও বিশেষ মামলায় হাজির হয় যা দেখায় যে বিচারের স্বার্থে এটি সমীচীন কিনা? মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া'।

88. এফআইআর বা ফৌজদারি কার্যকারিতা বাতিল করা যেতে পারে যদি অভিযোগগুলি প্রথম পক্ষের মামলা না করে বা অভিযোগগুলি এতটাই অসম্ভব যে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়বিচারের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না যে আসামির বিরুদ্ধে মামলা করার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে।এখনও অবধি, নং 29 থেকে 54 নথিগুলি ধরে রাখার অভিযোগ, আমাদের দৃষ্টিতে, উত্তরদাতারা কখন এবং কীভাবে মূল নথিগুলি সরিয়ে নিয়েছে এবং ধরে রেখেছে সে সম্পর্কে কোনও অভিযোগ নেই।যেখানে স্বীকৃত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য কোনও প্রাইম-কেস মামলা করা হয় না বা যখন সুপ্রিম কোর্ট সন্তুষ্ট হন যে ফৌজদারি কার্যকারিতা আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহারের পরিমাণ, সেখানে সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োগে কোনও বিচারিক কার্যক্রম বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের সংবিধানের 136 অনুচ্ছেদের অধীনে এর ক্ষমতা।আমাদের দৃষ্টিতে, বর্তমান মামলাটি নং 29 থেকে 54 নথিতেও ফৌজদারি অভিযোগ বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত মামলা।

89. আমরা আমাদের সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করিঃ -

- 08. 10. 2010 তারিখের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে, ধারা 380,411 এবং 120 বি আইপিসির অধীনে অপরাধ কমিশনের জন্য 1 নং থেকে 1 16 জন উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে জ্ঞান নেওয়া হয়েছিল। অভিযোগে কোনও প্রতিরোধ নেই বা অভিযোগকারী বা সাক্ষী পিবি দীনেশের জবানবন্দিতে অভিযোগ নেই যে কখন এবং কীভাবে চুরি হয়েছিল এবং 08.10.2010 তারিখের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে উত্তরদাতাদের নং-1 থেকে 1 16 কোয়া নথির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছে। 1 থেকে 54 আলাদা রাখা দায়বদ্ধ।

- এটি অনুষ্ঠিত হয় যে ধারা 29 আইপিসিতে সংজ্ঞায়িত হিসাবে 'নথি' ধারা 22 আইপিসির অর্থের মধ্যে একটি 'চলমান সম্পত্তি' যা চুরির বিষয় হতে পারে।নথিগুলিতে থাকা তথ্যগুলিও '<unk> কর্পোরাল সম্পত্তি' <unk> এর পরিধির মধ্যে পড়ে এবং এটি চুরির বিষয় হতে পারে।হাইকোর্টের অনুসন্ধানগুলি সেই পরিমাণে সংশোধন করা হয়েছে।

- বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে বিচারিক কার্যক্রমে উত্তরদাতাদের নং-1 থেকে 28 এবং নথিপত্র নং-99 থেকে 54 এর ব্যবহার হ 'ল আপিলকারী প্রশাসনের' <unk> নিপীড়ন ও অব্যবস্থাপনা '<unk> সংস্থা এবং অন্যান্য বিচারাধীন কার্যক্রমে তাদের আবেদন এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন মামলাগুলিতে নথিগুলির এ জাতীয় ব্যবহার চুরির পরিমাণ নয়।উত্তরদাতাদের কোনও 'অসাধু অভিপ্রায়' বা 'ভুল লাভ' দায়ী

করা যায়নি এবং ধারা 378 এবং 380 আইপিসির উপাদানগুলিকে আকর্ষণ করার জন্য আপিলকারীকে কোনও 'ভুল ক্ষতি' নেই।

- বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বিবেচনা করে আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে ফৌজদারি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার হবে।08. 10. 2010 তারিখের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশটি অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করে এবং 1 নং থেকে 1 16 নম্বর উত্তরদাতাদের সমন জারি করা এবং তার উপর ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করা দায়বদ্ধ।

90. ফলস্বরূপ, 15.05.2015 কোয়া ডকুমেন্টস নং 29 থেকে 54 তারিখের হাই কোর্টের অপ্রচলিত রায়টি আলাদা করে রাখা হয়েছে এবং এসএলপি (ক্রিল।) ডি. এন. এস. 6405 এবং 2019 এর 6122 দ্বারা উত্থাপিত আপিলগুলি উত্তরদাতাদের দ্বারা পছন্দসই অনুমোদিত।201 2016 সালের এসএলপি (ক্রিল।) নং 9053 থেকে উদ্ভূত আপিল নং 1 থেকে 28 নম্বর আপিলকারীদের দ্বারা পছন্দসই আপিল খারিজ করা হয়েছে।

..... জে।
[আর। বনুমাঠি]
..... জে।
[আর। সুভাষ রেড্ডি]

নয়াদিল্লি, 09 মে, 2019।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.